NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতিপদে শপথসূর্যকান্তর

ইজরায়েলের ড্রোন-হামলায় গাজায় ফের বলি অন্তত ২৪ ৭

কলকাতা ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.11.2025, Vol.19, Issue No. 163, 8 Pages, Price 3.00

জি-২০ শিখর সম্মেলন ফলপ্রসূ: মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত জি-২০ শিখর সম্মেলনকে ফলপ্রসূ আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও আপলোড করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'জোহানেসবার্গে গতকালের জি-২০ শিখর সম্মেলন ফলপ্রসূ হয়েছে। আমি দু'টি অধিবেশনে অংশ নিয়েছি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নিজের মতামত ভাগ করে নিয়েছি। এছাড়াও অনেক বিশ্বনেতার সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক করেছি।'

জোহানেসবার্গে জি-২০ শিখর সম্মেলনের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সাক্ষাতের বিষয়টি এক্স-এ ভাগ করে নিয়েছেন মোদী। তিনি জানান, 'দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চমৎকার বৈঠক হয়েছে। আমরা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা অংশীদারিত্বের সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছি, বিশেষ করে বাণিজ্য, সংস্কৃতি, বিনিয়োগের সংযোগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি, দক্ষতা, এআই, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতার বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার সফল জি-২০ সভাপতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি রামাফোসাকে অভিনন্দন।'

মায়ার খেলা: রাজ্যের ৪৪ জায়গায় একই নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরে এনুমারেশন ফর্মে কিউআর কোড স্ক্যান করতেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। স্থানীয় বাসিন্দা মায়ারানী গোস্বামীর নামে রাজ্যের ৪৪টি বিধানসভায় ভোটার তালিকায় এন্ট্রি পাওয়া গিয়েছে। যদিও পদবি আলাদা, তবে স্বামীর নাম একই। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল, কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভার ৪৪টি জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে পাণ্ডবেশ্বরের বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের ডিভিসি পাড়ার বাসিন্দা মায়ারানি গোস্বামী (৭০) নামে এক মহিলার। বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের ৪৭ নং পার্টের ভোটার তিনি।

পাণ্ডবেশ্বরের ডিভিসি মোড় এলাকায় একটি বাড়িতে থাকেন মায়ারানি গোস্বামী। স্বামীর মৃত্যুর পর পরিচারিকার কাজ করে জীবিকা চালান তিনি। এলাকায় এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপের সময় তাঁর এনুমারেশন ফর্মের

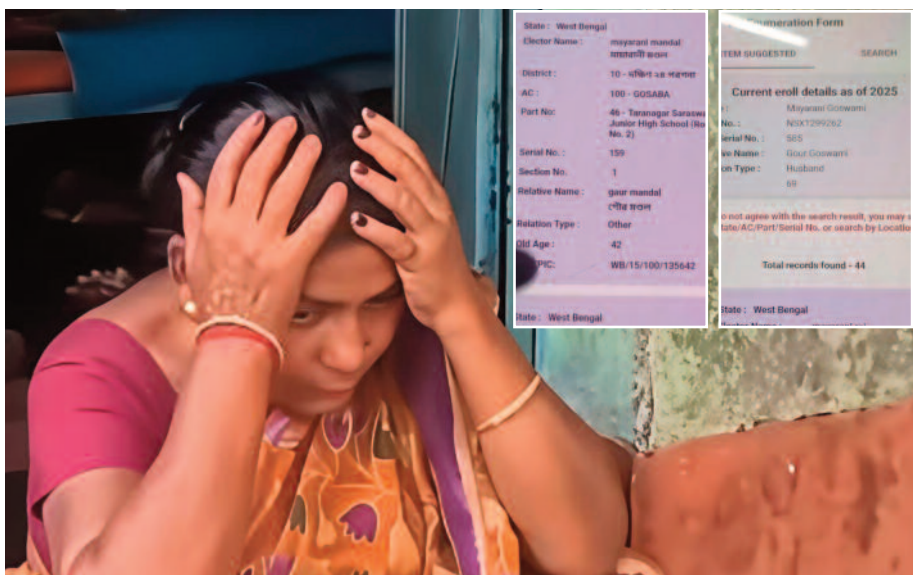

কিউআর কোড স্ক্যান করতেই দেখা যায় দার্জিলিং, বাঁকুড়া, বর্ধমান, দীঘা, উত্তর ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, মোট ৪৪ বিধানসভায় তাঁর নামে বিভিন্ন পদবিতে এপিক নম্বর যুক্ত রয়েছে। এই সব এপিক নম্বর অনলাইনে পুরনো হিসেবে দেখাচ্ছে।

এরপরই বিষয়টি ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়। মায়ারানি দেবী বলেন, এসআইআরের যে ফর্ম তিনি পেয়েছেন সেই ফর্মের কিউআর কোড স্ক্যান করলে দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা বিধানসভার ৪৪টি জায়গার ভোটার তালিকায় তার নাম রয়েছে। প্রতিটি তালিকাতে ভোটারের জায়গায় মায়ারানি, স্বামীর নামের জায়গায় গৌর নামটি থাকলেও, পদবি ও এপিক নম্বর আলাদা আলাদা রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি যে ৪৪টি জায়গার ভোটার! সেটা আমার জানা ছিল না। কী ভাবে এটা হল সেটাও বুঝতে পারছি না।'

বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি অভিযোগ করেন, একই মহিলার নামে ৪৪ বিধানসভায় এপিক এগুলো ভুয়ো ভোটার কার্ড। এই কারণেই বাংলায় এসআইআর জরুরি। ভুয়ো কার্ডে ভোটে জিতেছে তৃণমূল। বিজেপি নেতা লদণ ঘুডুই বলেন, এ সবই তৃণমূলের কারসাজি। এইসব ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকায় রেখেই তৃণমূল এতদিন ভোটে জিতে আসছে বলে কটাক্ষ করেন। সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, এটা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচন কমিশনারের গাফিলতি। বিরোধী দল বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এস আই আর নির্বাচন কমিশনার করছেন না এটা ঘুর পথে করছে বিজেপি।

বৈদ্যনাথপুর এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি রবিন পাল বলেন, এটা সম্পূর্ণ নির্বাচক কমিশনার গাফিলতি। এরকম হয়ে থাকলে এর দায় কমিশনের।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তালিকায় জোড়ার ভাবনা?

চণ্ডীগড়ে চাপানউতোরে বিবৃতি দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: সম্প্রতি সংসদীয় এক বুলেটিনে চণ্ডীগড় নিয়ে নতুন বিলের কথা উল্লেখ করা হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ, লাক্ষাদ্বীপ এবং পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকায় চণ্ডীগড়কে জোড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে বিরোধী শিবিরে। বিশেষত, পঞ্জাবের আপ সরকার এর বিরোধিতা করে। অভিযোগ, চণ্ডীগড়ের উপর পঞ্জাবের দীর্ঘ দিনের দাবিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তখন থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, চণ্ডীগড়কে কি পঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে? বলবৎ হবে রাষ্ট্রপতি শাসন? শোনা যায়, চণ্ডীগড়কে ভারতীয় সংবিধানের ২৪০ অনুচ্ছেদের আওতায় আনার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সেই সংক্রান্ত বিলও আনা হতে পারে, এমন জল্পনাও দানা বাঁধে। বিষয়টি নিয়ে পঞ্জাবের আপ সরকার বার বার নিশানা শানাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। সেই আবহে এবার চণ্ডীগড় নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান জানাল অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিবৃতি জারি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, চণ্ডীগড় নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া আরও সহজ করার যে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তা এখনও বিবেচনাধীন। এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শাহের মন্ত্রক জোর দিয়েছে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার সঙ্গে কেন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কের উপর। বলা হয়েছে, 'চণ্ডীগড়ে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা বা পঞ্জাব এবং হরিয়ানার সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তন করতে চায় না কেন্দ্র।'

তার আগে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিংহ মান চণ্ডীগড় নিয়ে কেন্দ্রের প্রস্তাবের নিন্দা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের এনডিএ সরকার পঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়কে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'চণ্ডীগড় সবসময় পঞ্জাবের অংশ ছিল, আছে আর থকবে। মূল রাজ্য হিসাবে পঞ্জাবেরই একমাত্র অধিকার রয়েছে তার রাজধানীর উপর।' মানের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মানের সুরেই সুর মেলান আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়াল। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে কেজরিওয়াল লেখেন, 'সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে চণ্ডীগড়ের ওপর থেকে পঞ্জাবের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা কোনও সহজ পদক্ষেপ নয়, বরং পঞ্জাবের পরিচয় এবং সাংবিধানিক অধিকারের ওপর সরাসরি আক্রমণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নষ্ট করার এবং পঞ্জাবিদের তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই মানসিকতা অত্যন্ত বিপজ্জনক।' কেজরিওয়াল এক্স-এ আরও লেখেন, 'যে পঞ্জাব সর্বদা দেশের নিরাপত্তা, খাদ্য, জল এবং মানবতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, এখন নিজস্ব অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি পঞ্জাবের আত্মার ওপর আক্রমণ। ইতিহাস সাক্ষী, পঞ্জাবিরা কখনও কোনও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে মাথা নত করেনি। পঞ্জাব এখনও মাথা নত করবে না। চণ্ডীগড় পঞ্জাবের ছিল এবং তাই থাকবে।'

শুধু আপ নয়, কংগ্রেস, শিরোমণি অকালি দলও কেন্দ্রের পদক্ষেপের নিন্দা করেছে। পঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি অমরিন্দর সিংহ রাজা কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে 'সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, চণ্ডীগড়কে পঞ্জাবের থেকে কেড়ে নেওয়ার সব রকম চেষ্টা প্রতিহত করা হবে। কংগ্রেস সংসদে এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করবে। শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিংহ বাদল জানিয়েছেন, কেন্দ্রের এ ধরনের পদক্ষেপ পঞ্জাবের অধিকারের উপর সরাসরি আক্রমণ।

আজ কমিশনের দুয়ারে ধরনা দেবেন বিএলওরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময়ে ধারাবাহিক চাপে ভেঙে পড়ে ইতিমধ্যেই তিনজন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) প্রাণ হারিয়েছেন। এমন অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। মৃতদের পরিবারের দাবি, অসহনীয় কর্মভার তাঁদের এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে কৃষ্ণনগরে। সেখানে এক বিএলও মৃত্যুর আগে একটি চিঠিতে স্পষ্টভাবে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে গিয়েছেন। শুধু মৃত্যুই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিএলওদের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাও বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ- প্রতিটি জায়গা থেকেই অভিযোগ একই। অস্বাভাবিক কাজের চাপ তাঁদের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। এহেন প্রেক্ষিতে বড়সড় আন্দোলনের পথে বিএলওদের সংগঠন।

এসআইআর পদ্ধতি চালু হওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনের কাজের ধরন নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন অনেক বিএলও। অভিযোগ বাড়তে বাড়তে এখন গড়ে উঠেছে একাধিক সংগঠন,তার মধ্যে অন্যতম 'বিএলও ঐক্যমঞ্চ'। শনিবারের কর্মসূচির পর রবিবার রাস্তায় নামার ডাক দেয় আর এক সংগঠন- 'বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ'। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রতিবাদ মিছিল রওনা হবে। মিছিল কমিশনের দপ্তরে গিয়ে শেষ হবে এবং সেখানেই আন্দোলনকারীরা অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করবেন। আন্দোলন শুরু হলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানোর কথাও জানানো হয়েছে।

– ফাইল চিত্র

'বিএলও ঐক্যমঞ্চ'র সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। সেখানে কর্মীদের প্রতিদিনের সমস্যাগুলি, কাজের চাপ এবং কমিশনের প্রতি অসন্তোষ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এত কিছুর পরও যখন পরিস্থিতির উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, তখন প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি।

শনিবারই 'বিএলও ঐক্যমঞ্চ'র সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। সেখানে কর্মীদের প্রতিদিনের সমস্যাগুলি, কাজের চাপ এবং কমিশনের প্রতি অসন্তোষ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এত কিছুর পরও যখন পরিস্থিতির উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, তখন প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি।

তবে এরই মধ্যে ভাতা বাড়ার ও ডেটা খরচ মেলার মতো স্বস্তির খবর কাজের চাপে বিপর্যস্ত বিএলওদের জন্য। রাজ্যজুড়ে জোরকদমে চলা এসআইআরের জন্য মাঠপর্যায়ে দৌড়ঝাঁপ থেকে শুরু করে প্রতিটি নথি ডিজিটাল মাধ্যমে আপলোড, সবটাই সামলাতে গিয়ে প্রবল চাপের মুখে পড়ছেন বিএলওরা। সময়ের টানাটানি, ডেটা এন্ট্রির অতিরিক্ত বোঝা এবং লাগাতার কাজের চাপ অনেক বিএলওকে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত মিলল নির্বাচন কমিশনের তরফে। দীর্ঘ দিনের দাবি ও অসন্তোষের মুখে অবশেষে বিএলওদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর ঘোষণা হয়েছে। আগে এই পারিশ্রমিক ছিল মাত্র ৬ হাজার টাকা। কিছুদিন আগে তা বাড়িয়ে ১২ হাজার করা হলেও, বর্তমানে কাজের চাপ বিবেচনায় আরও বৃদ্ধি করা হল সাম্মানিকের অঙ্ক। শুধু পারিশ্রমিক নয়, যে ডেটা ব্যবহার করে বিএলওদের মোবাইল থেকে ভোটার তালিকার নথি আপলোড করতে হচ্ছে, তার খরচও এবার থেকে বহন করা হবে কমিশনের তরফে। এই ঘোষণা তাঁদের অনেকটাই স্বস্তি দেবে বলে আশা সংগঠনের। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, পারিশ্রমিক বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত বিএলওদের কাজে নতুন উদ্দীপনা জোগাবে বলেই আশাপ্রকাশ করেছে তাঁদের সংগঠন

বিএলওকে হুমকি দিয়ে তৃণমূল কর্মী ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিএলওকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে শেখ শাহজাহানের অনুগামী এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল ন্যাজাট থানার পুলিশ। অভিযোগ, সন্দেশখালি ১ ব্লকের বয়ারমারি-১ অঞ্চলের তিন নম্বর বুথের বিএলও দীপক মাহাতোকে খুনের হুমকি ও বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেন ওই এলাকার তৃণমূল নেতা জামিরুল ইসলাম মোল্লা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো বিএলও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর ওই তৃণমূল নেতাকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জামিরুল ইসলাম মোল্লাকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ উঠেছে বিএলওদের হুমকি দেওয়ার। এমনকী, কোচবিহার জেলায় প্রকাশ্যে বিএলও-কে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি। এক্ষেত্রে অভিযোগ, এসআইআর ফর্মে উপভোক্তারা ভুল ফিল-আপ করেন এবং সেটি বিএলও জমা নিতে না চাইলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। দীপক মাহাতোকে প্রাণনাশের, ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি অডিও ভাইরাল হয়েছে (যদিও সেই অডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন)। বিজেপি নেতা পলাশ সরকার জানান, এটা শুধু বসিরহাট নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমন উদাহরণ আছে। বিএলওরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছেন না। এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

'ট্রাস্টেড অর্কেস্ট্রা'য় সাফল্য অপারেশন সিঁদুরে: দ্বিবেদী

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: ২২ মিনিটে সম্পন্ন হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। ৮০ ঘণ্টায় পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ থেমেছে। কী ভাবে তা সম্ভব হল? মে মাসের সেই অভিযান নিয়ে ফের মুখ খুললেন ভারতের স্থলসেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সিঁদুর অভিযানকে তিনি 'ট্রাস্টেড অর্কেস্ট্রা' (বিশ্বাসযোগ্য বাদকদল) বলে অভিহিত করলেন। প্রত্যেকে সেখানে নিজ নিজ ভূমিকা সুচারু ভাবে পালন করেছেন বলেই মসৃণ ভাবে সাফল্য এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার দিল্লির একটি প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জেনারেল দ্বিবেদী। সেখান থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র সেনা অভিযান সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর ছিল একটা ট্রাস্টেড অর্কেস্ট্রা, যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই কারণেই আমরা মাত্র ২২ মিনিটে পাকিস্তানের ন'টি সন্ত্রাসঘাঁটি ধ্বংস করতে পেরেছি। ৮০ ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি নিশ্চিত করতে পেরেছি। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল, আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও সময়ই ছিল না। যদি সমগ্র দলের প্রতি আমাদের আস্থা না থাকত, যদি আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখতাম, এ সব কিছু সম্ভব হত না। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

লক্ষ্যভেদ

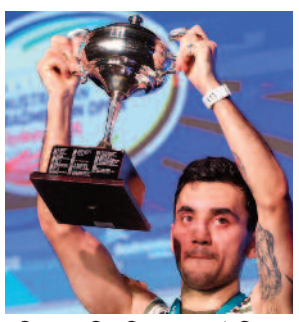

রবিবার সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৫ পুরুষদের একক শিরোপা জিতে নিলেন ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন। জাপানের ইউশি তানাকাকে ২১-১৫, ২১-১১ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। এটি ছিল এই ক্যালেন্ডার বছরে ভারতীয় খেলোয়াড়ের প্রথম শিরোপা। ২০১৭ সালে কিদাম্বি শ্রীকান্তের পর লক্ষ্য হলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শিরোপাজয়ী দ্বিতীয় ভারতীয় পুরুষ।

কসবা-কাণ্ডে গ্রেপ্তার দুই, কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার হোটেলে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল দু'জনকে। ধৃতদের নাম ধ্রুব মিত্র এবং কমল সাহা। রবিবার দুপুরে তাঁদের পাকড়াও করা হয়। ধ্রুবের বাড়ি নদিয়ার রানাঘাটে। কমলের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। তবে দমদমের পূর্ব সিঁথি এলাকায় থাকতেন দু'জনে। পুলিশ সূত্রে খবর, কসবা থানায় জেরা করা হচ্ছে ধৃত দু'জনকে। শুক্রবার রাতে হোটেলের ঘরে কী হয়েছিল, তা নিয়ে এত দিন ধোঁয়াশায় ছিলেন তদন্তকারীরা। এবার নিহত আদর্শ লোসালকার দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে বিষয়ে বিশদ তথ্য পেতে পারেন তদন্তকারীরা।

শুক্রবার রাতে আদর্শ লোসালকার নামে বীরভূমের এক যুবক এক তরুণী ও এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে ওই হোটেলে ওঠেন। পরদিন দুপুরে তাঁর কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় রক্তাক্ত দেহ, হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই দেখা যায়, আদর্শের সঙ্গে থাকা দু'জন তখন উধাও। নিহতের পরিবারের দাবি, কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কজনিত টানাপোড়েন দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। আদর্শের বাবা জানিয়েছেন, ছেলের সাঁইথিয়ার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তিনি সন্দেহের তালিকায় রাখছেন। তাকে শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। একই ভাবে হোটেলে কর্মরত দু'জন কর্মীকেও দীর্ঘক্ষণ ধরে জেরা করা হচ্ছে।

তদন্তে উঠে এসেছে আরও একগুচ্ছ তথ্য। জানা গিয়েছে, তিন জন দু'টি পৃথক ঘর বুক করেছিলেন। গভীর রাতে আদর্শ অন্য ঘরে যান। কিছুক্ষণ পর সঙ্গী ওই দুই ব্যক্তি দ্রুত হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ঘর তল্লাশিতে পুলিশ কোনও মোবাইল ফোন খুঁজে পায়নি। আরও চমকপ্রদ বিষয়, শুক্রবার রাতেই আদর্শের ফোন থেকে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণ ভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। নিখোঁজ তরুণীর বাড়ি কালীঘাটে এবং যুবকের বাড়ি হুগলিতে, দু'জনকেই খুঁজছে পুলিশ।

হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রতিটি মুহূর্ত বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। পরিচয়পত্রের সঙ্গে ফুটেজ মিলিয়ে পুলিশ মৃত্যুর আগের সময়গুলো পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত হলেও, ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই স্পষ্ট হবে ঠিক কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে। মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

নিহতের বাবা জানাচ্ছেন, শুক্রবার রাতেই শেষবার তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। আদর্শ জানায়, সে বাইকে নিউ আলিপুরের দিকে যাচ্ছে। এরপর হঠাৎই তার ফোন বন্ধ হয়ে যায়। বীরভূমের দুবরাজপুরের বাজারপাড়ায় আদর্শের বাড়ি। সেখানেই বড় হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় এসে কয়েক বছর আগে একটি নামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান। থাকতেন বাঙুর অ্যাভিনিউতে এবং সেখান থেকে নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করতেন। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কেন তিনি হঠাৎ কসবার ওই হোটেলে গিয়েছিলেন? তাঁর সঙ্গী দুই ব্যক্তি আদতে কী উদ্দেশ্যে এসেছিল? এই উত্তর মিললেই জট খুলবে বলে মনে করছে তদন্তকারী দল।

বিএলও মৃত্যুকে ঘিরে চাপানউতোর, মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিএলওদের মৃত্যু নিয়ে ফের তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা। রবিবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, যে মানসিক চাপে বিএলওরা কাজ করছেন, সেই উৎসকেই এখন সহানুভূতির মুখোশ পরে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন দিতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

সুকান্তর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআরকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরেই ব্লক লেভেল অফিসারদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছেন। প্রতিমন্ত্রীর কথায়, এসআইআর-এর সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনেক আগেই মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বিএলওদের উদ্দেশে মন্তব্য করেছিলেন; ভুলবেন না, আপনারা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। সুকান্তর দাবি, সেই বক্তব্যই ছিল পরোক্ষ হুমকি, যা তাঁদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করেছে।

তিনি আরও বলেন, এসআইআর-এর কাজে যুক্ত অধিকাংশ বিএলও নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রীর বারবারের চাপ, নির্দেশ ও তিরস্কার তাঁদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে বলে অভিযোগ প্রতিমন্ত্রীর। তাঁর মতে, যদি কোনও বিএলও মানসিক চাপের জেরে আত্মঘাতী হন, সেই চাপের মূল সৃষ্টিকর্তা 'প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।'

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে দমননীতি, ভয় দেখানো ও প্রতিহিংসার রাজনীতি চলেছে; এমন দাবি করে সুকান্ত বলেন, বিরোধী দলের কর্মী থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী; কেউই নাকি বাদ পড়েননি সেই চাপে।

তাঁর যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করতেই দোষ অন্যের উপর চাপান। বিএলওদের মৃত্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আবেগ দেখানোকে রাজনৈতিক নাটক বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগকে 'নির্লজ্জ রাজনীতি' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজ্যের পরিস্থিতির গুরুত্ব না বুঝেই ইস্যুকে রাজনৈতিক রং দিতে চাইছেন।

তবে একাধিক বিএলও-এর মৃত্যু, এসআইআর নিয়ে প্রশাসনিক টানাপোড়েন এবং দুই শিবিরের মুখোমুখি অবস্থান; সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত হওয়া নিশ্চিত।

কাগজে 'মৃত', বাস্তবে বেঁচে, শ্যামলীর জীবিত থাকার লড়াইয়ে প্রশাসনিক বিভ্রাটের নগ্ন চেহারা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'জীবিত ও মৃত' গল্পে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত সেই লাইন 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' এবার হাওড়ার শিবপুরে বসবাসকারী ৬৮ বছরের শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনা যেন সেই লাইনকেই বাস্তবে নিয়ে আসল। যা কিনা কাগজ, কলমের অমানবিক দৌরাচারের চরম উদাহরণ। যিনি দুই দশক ধরে নিয়মিত ভোট দিয়েছেন, আজ সেই মহিলাই সরকারি নথিতে 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত!

২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল তাঁর। এরপর লোকসভা হোক বা বিধানসভা; প্রতিটি নির্বাচনে তিনি নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। অথচ চলতি বছরের শুরুতে প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, তাঁর নাম পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়েছে, আর নথির পাশে লেখা মৃত।

দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ, স্বামী ও মেয়েকে হারানোর পর সম্পূর্ণ একা বসবাস করেন শ্যামলী। এমন অবস্থায় হঠাৎ করে 'মৃত' বলে ঘোষণা হওয়ার মানসিক ধাক্কায় তিনি পুরোপুরি বিপর্যস্ত। তাঁর আতঙ্কভরা প্রশ্ন, আমি তো জীবিত আছি। এখন কাকে বোঝাব? কীভাবে প্রমাণ করব যে আমি মারা যাইনি?

প্রতিবেশীদের মতে, এই ঘটনা নিছক ভুল নয়, বরং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। পাশের বাড়ির বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একা থাকা বয়স্ক একজন মহিলাকে নথিতে মৃত দেখানো মানে ভয়ঙ্কর অবহেলা। এর দায় কেন তাঁকেই নিতে হবে?

ঘটনা জানাজানি হতেই মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের ২৯৯ নম্বর পার্টের বিএলও রমেশ সাউ শ্যামলীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর ৬ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তিনি জানিয়েছেন; নতুন আবেদন করলেই নাম সংশোধন হবে। ডিসেম্বরে ফর্ম নেওয়া হবে, নিয়মকানুন সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সংশোধনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও ততদিন পর্যন্ত শ্যামলীর একটাই কাজ; নিজের জীবিত থাকার প্রমাণ দেওয়া। অসুস্থ, নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধার কাছে যা অত্যন্ত মানসিক চাপের। হুগলিতেও প্রকাশ্যে এসেছে একই ধরনের বিভ্রান্তি। কেউ ভাড়া বাড়িতে থাকতেন, কেউ আবার কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে; ফলে ২০০২ সালের পুরনো রেকর্ডে তাঁদের নাম নেই। অথচ 'এসআইআর' প্রক্রিয়ায় ফর্ম পাওয়া গেলেও চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। জেলার ১৮টি ব্লক এবং ১৩টি পুরসভায় বহু মানুষ উদ্বেগে রয়েছেন।

রাজনৈতিক দলগুলি জানিয়ে দিয়েছে; ডিসেম্বরে খসড়া তালিকায় বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে তারা তা নিয়ে লড়াই করবে। কমিশনের দাবি, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না; ভুল হলে আবেদন করলেই সংশোধন হবে। শ্রীরামপুর মাহেশের এক বাসিন্দার ক্ষোভ চরমে, আমার জন্ম, কাজ সব এখানে। আধার, রেশন, ভোটার; সব কাগজপত্র ঠিক। তবুও ২০০২,এর রেকর্ডে নাম নেই বলে আজ সন্দেহে আছি আমাকে কি আবার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে?

সব মিলিয়ে স্পষ্ট; সরকারি নথিতে জীবিত মানুষকে মৃত দেখানো শুধু প্রশাসনিক গাফিলতি নয়; এটি নাগরিক অধিকারে সরাসরি আঘাত। আর সেই আঘাতের নির্মম শিকার হয়ে আজ লড়াই করছেন শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়া স্টেশনে আরপিএফ-এর অভিযানে উদ্ধার বিপুল নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পূর্ব রেলের নিরাপত্তা জোরদার করতে 'অপারেশন সতর্ক'-এর আওতায় বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে আরপিএফ। তারই অংশ হিসেবে ২২ নভেম্বর হাওড়া স্টেশনে তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে ৩৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। বিপুল নগদ বহনকারী এক ব্যক্তিকে আটক করেন হাওড়া বিভাগের আরপিএফ আধিকারিকেরা। ধৃত ব্যক্তি ওই টাকার উৎস সম্পর্কে কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাঁকে আটক করা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁর নাম প্রকাশ করেননি আরপিএফ আধিকারিকরা। উদ্ধার হওয়া টাকা এবং ধৃত ব্যক্তিকে পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসারে আয়কর দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রেল চত্বরে বেআইনি নগদ লেনদেন ও অপরাধমূলক আর্থিক কার্যকলাপ রোধ করতেই চলমান 'অপারেশন সতর্ক' আরও বিস্তৃত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আরপিএফ।

উত্তর ২৪ পরগনার ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে রবিবার এক বর্ণময় পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। চার প্রজন্মের প্রাক্তন পড়ুয়া ও শিক্ষকেরা দিনভর নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন। ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন।

টয়লেট দিবসের উৎসব, অথচ হাওড়ায় টয়লেটই নেই, বাস্তবের কড়া ব্যঙ্গচিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বিশ্ব টয়লেট দিবসের দিন হাওড়ায় যে উদ্দীপনা দেখা যায়, তাতে মনে হয় শহর যেন পরিচ্ছন্নতার পাঠশালা। শোভাযাত্রা, সচেতনতা সভা, ব্যানার-পোস্টারের রঙিন দাপট; সবকিছুই ঝলমলে। অথচ শহরের জমিনে দাঁড়ালেই বোঝা যায়, এই সাজসজ্জা যেন মজা করে নিজেকেই খোঁচা দিচ্ছে। কারণ, টয়লেট দিবস পালিত হলেও টয়লেটই নেই! হাওড়া স্টেশন, ময়দান, বাগনার মোড়, নুনগোলা, রাজাপুর, গদাধর বাজার; সব জায়গায় একই চিত্র। রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, অলি-গলি প্রতিনিয়ত খোলা শৌচের গন্ধে ভারী হয়ে থাকে। দুর্গন্ধ, নোংরা এবং দৃশ্যদূষণে জীবনযাপন দুঃসহ হয়ে উঠছে শহরবাসীর জন্য।

স্থানীয়দের ক্ষোভ প্রবল। রাজাপুর রোডের ব্যবসায়ী অরূপ মজুমদার বললেন, সারাদিন দোকানের সামনে লোকজন প্রস্রাব করে। কাউকে বললে উলটে তেড়েফুড়ে আসে। প্রশাসন কিছুই করে না।

অন্যদিকে নুনগোলার বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা দত্তর মন্তব্য; দিবস পালনের ছবি ভালো লাগে, কিন্তু পাবলিক টয়লেট তো ব্যবহার করার উপযোগী নেই। বেশিরভাগই বন্ধ বা অসহনীয় নোংরা। চিকিৎসকদের মতে, এমন পরিস্থিতিতে জলবাহিত সংক্রমণ, ত্বকের রোগ, মশা-বাহিত অসুখ; সবকিছুর ঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়ে। বিশেষ করে বাজার ও রাস্তার খাবারের দোকানের আশপাশে পরিস্থিতি বিপজ্জনক।

হাওড়া ময়দানের নিয়মিত যাত্রী দীপঙ্কর দের অভিযোগ, বাস ধরতে দাঁড়ানোই কষ্টকর। চারদিকে এত দুর্গন্ধ, মাথা ধরে যায়। অথচ একটা ব্যবহারযোগ্য পাবলিক টয়লেট নেই। সরকারি টয়লেটেও জলের ব্যবস্থা থাকে না।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় আরও তীর্যক সুর। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই অভিযোগ করে বলেন, হাওড়ায় কার্যত কোনো পাবলিক টয়লেট নেই। যে ক'টা ছিল সেগুলো এখন মদ, গাঁজার আড্ডায় পরিণত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে নোংরা শহরের তকমা পাওয়া; এটা লজ্জার।

সব মিলিয়ে শহরবাসীর দাবি একটাই; শুধু ব্যানার আর আনুষ্ঠানিকতা নয়, চাই বাস্তব পরিবর্তন। যথেষ্ট সংখ্যায় আধুনিক, পরিষ্কার টয়লেট নির্মাণ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, কার্যকর নজরদারি এবং খোলা শৌচের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি, হাওড়াকে বাসযোগ্য করতে এসবই জরুরি। দিবস পালনের ঝলকানির আড়ালে বাস্তব বার্তাটা স্পষ্ট; হাওড়ায় টয়লেটের অভাবই সবচেয়ে বড় দুর্দশা, আর মানুষের ধৈর্য দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে নভেম্বর, ৭ই অগ্রহায়ণ। সোম বার। চতুর্থী তিথি । জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তোরী শুক্র র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : ট নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ। বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে ।পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস র আবির্ভাব দিবস। বিবাহ।)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে, আমি, শ্রী তরুণ ভট্টাচার্য্য, পিতা প্রয়াত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, নিবাস- বড়াইচন্ডীতলা, পতিরপাড়া, পোস্ট ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তির ১(এক)টি ডিড হারিয়ে ফেলেছি, যা **চন্দননগর পুরনিগমের অধীনে জেলা-হুগলি, থানা-চন্দননগর, মৌজা- চন্দননগর, জেএল নং-১, সীট নং-৫, আরএস দাগ নং-৭২৩, এলআর দাগ নং-৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং-১৭০৫, হোল্ডিং নং-২৬০, ওয়ার্ড নং-৫,** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ডিএসআর হুগলি এবং এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসের আওতাধীন। উপরোক্ত সম্পত্তির দলিল নিম্নরূপ ঃ **ক)** ৯৬৮ সাল ২০০৬, যা এডিএসআর চন্দননগরে নিবন্ধিত, বুক নং-১, ভলিউম নং-৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫৭ থেকে ৩৭৮৫ পর্যন্ত।
আমরা ইতিমধ্যেই চন্দননগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি নিবন্ধিত করেছি, **জিডিই নং-৮১৮, তারিখ-১৮/ ১০/ ২০২৫** অনুসারে উপরে উল্লেখিত হারানোর বিষয়ে। যদি কেউ উপরোক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তাহলে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তা ফেরত দিন। যদি তা ফিরে আসে তবে আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকব।
উপরি উল্লিখিতদের অনুমতিক্রমে।
শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত, হুগলি
মোবাইল-৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে, আমি, শ্রী অনুপ রক্ষিত, পিতা শ্রী হরিনারায়ণ রক্ষিত, নিবাস- কুলতলা কেওটা মেন রোড, পোস্ট- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২১০৪, আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তির ১(এক)টি মূল চেন ডিড হারিয়ে ফেলেছি, যা **হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার অধীনে জেলা-হুগলি, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- কেওটা, জেএল নং-৭, আরএস দাগ নং-৩১২৪, এলআর দাগ নং-৮৬১৭, এলআর খতিয়ান নং-১৬৯৬৫, হোল্ডিং নং-২২/ ২২, এস. এম. রোড, ওয়ার্ড নং-২,** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ডিএসআর হুগলি এবং এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসের আওতাধীন। উপরোক্ত সম্পত্তির দলিল নিম্নরূপ ঃ **ক)** ১৬৮৬, সাল ১৯৮১, যা ডিএসআর চুঁচুড়াতে নিবন্ধিত, বুক নং-১, ভলিউম নং-৩২, পৃষ্ঠা ২৮৬ থেকে ২৮৯ পর্যন্ত।
আমরা ইতিমধ্যেই চুঁচুড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি নিবন্ধিত করেছি, **জিডিই নং-১৮৩৬, তারিখ-২১ / ১১/ ২০২৫** অনুসারে উপরে উল্লেখিত হারানোর বিষয়ে। যদি কেউ উপরোক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তাহলে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তা ফেরত দিন। যদি তা ফিরে আসে তবে আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকব।
উপরি উল্লিখিতদের অনুমতিক্রমে।
শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত, হুগলি
মোবাইল-৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতি মধুমিতা সুরজিৎ ভট্টাচার্য্য ওরফে মধুমিতা ভট্টাচার্য্য বিগত ইংরেজি ১২/৬/২৩ তারিখে হুগলি ডি. এস.আর. ১ অফিসে I - 5381/23 নং আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রীমতি নবমিতা ভট্টাচার্য্য কে দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। নিম্নবর্ণিত তপশিল সম্পত্তি আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রীমতি নবমিতা ভট্টাচার্য্য এ.ডি.এস.আর হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত I- 1916/24 নং দলিল মূলে শ্রী গোরাচাঁদ ধাড়া এবং শ্রীমতি টুম্পা ধাড়াকে ১৪৫ নং দাগে মৌজা কাজিডাঙ্গা জে.এল নং ৫ খতিয়ান নং ১৮৯/২ ভিটি জমি ০.০৭ শতক এর মধ্যে ০.০২৩৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি । যাহা চুঁচুড়া মগড়া ব্লকের বি এল এন্ড এল আর ও রেকর্ডভুক্ত। যদি কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
ইতি - শ্রীমতি নবমিতা ভট্টাচার্য্য
আমমোক্তার ও স্বয়ং

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অরেঞ্জ লাইনে আজ থেকে নতুন মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ থেকে অরেঞ্জ লাইনে চালু হল সিবিটিসি প্রযুক্তি। এর ফলে সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন ৬২টি মেট্রো চলবে, আগের ৬০টির জায়গায়। শনিবার ও রবিবার পরিষেবা বন্ধ থাকবে। প্রথম ট্রেন কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা যাবে সকাল ৭.৪০-এ, আর বেলেঘাটা থেকে প্রথম সার্ভিস ছাড়বে ৮.১০-এ। শেষ ট্রেন কবি সুভাষ থেকে রাত ৮.২০-এ এবং বেলেঘাটা থেকে ৮.৪৫-এ রওনা দেবে।

রবিবার সল্টলেকের রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে প্রথমবার পরিবেশিত হল নিউটাউন নাট্যপ্রেমী থিয়েটার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক দুটি প্রযোজনা। এদিন সন্ধ্যায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত লাঠি। এদিন দ্বিতীয় নাটকটি ছিল মনোজ মিত্র রচিত স্যাটায়ার ধর্মী নিউ রয়্যাল কিস্‌সা।

প্রান্তিক মানুষদের সাহায্য ও শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নুন আনতে পান্তা ফুরোলেও একটা দিন ভালো থাকতে সবার মন চায়। হাওড়ার মোহন ইটভাটার প্রান্তিক শ্রমিক ও শিশুদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে এগিয়ে এসেছেন প্রবীর রায় ওরফে অপু। অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রান্তিক শিশুদের সাহায্য করা হল। তাদের দুপুরের খাবার, পড়াশোনার সামগ্রী, টিফিন তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয় শীতবস্ত্র। কলকাতার ঐতিহ্যশালী ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম অটো মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বা এএইআই ক্লাব। শতাধী প্রাচীন এই ক্লাব ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই ক্লাব শুধু গাড়ির মধ্যেই বা ক্লাব কালচারেই সীমাবদ্ধ নেই, সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সামাজিক কাজের উদ্যোগ নেয়। সে থ্যালাসেমিয়ার শিবির হোক বা এইচআইভি রোগীদের পাশে দাঁড়ানো হোক বা রক্তদান শিবির। বছরের বিভিন্ন সময়ই সমাজ সেবার কাজ করে থাকে। রবিবার এক অনন্য উদ্যোগ নিল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বা এএইআই ক্লাব। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার প্রবীর রায়ের। রবিবার মুখ্য আয়োজক তথা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায়ের উদ্যোগে হাওড়ার রাজচন্দ্রপুর গ্রামের মোহন ইট ভাটার শ্রমিক ও তাদের শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র, প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সহ শিক্ষা সামগ্রী। এদিন প্রায় ১০০জন শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল খাবার ও শীতবস্ত্র।

কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আয়োজিত অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল

হ্যালো হেরিটেজের উদ্যোগে আয়োজিত হল বিজয়া সর্বজয়া সম্মান ২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এগারো বছর ধরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী মহিলাদের সম্মাননা জানিয়ে আসছে হ্যালো হেরিটেজ। শনিবার নিউটাউনের নজরুল তীর্থের মুক্তমঞ্চে হয়ে গেল হ্যালো হেরিটেজ আয়োজিত বিজয়া সর্বজয়া সম্মান ২০২৫। কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহায়তায় আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। সম্মাননা জ্ঞাপনের এই সন্ধ্যায় ছিলেন সমাজের কৃতী বারোজন নারী। নজরুল তীর্থে বিজয়া সর্বজয়া সম্মান তুলে দেন সাসটেক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর শিখা রায়, কল্যাণী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্ণধার সুব্রত

রায় প্রমুখ। আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে যেইসব নারীদের অবদান ভোলার নয় তাঁদের সম্মাননা জানাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। গত বছরগুলিতে কল্যাণী সর্বজয়া সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সংগীত শিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত, সংগীতশিল্পী বিদুষী হৈমন্তী শুক্লা, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, মমতা শংকর, অপরাজিতা আঢ্য, বহুমুখী প্রতিভাময়ী অলকানন্দা রায়, প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক কৃতী নারী। এই বছর বিজয়া সম্মানে ভূষিত হলেন সংগীত শিল্পী শ্রাবণী সেন, জাদুকর মানেকা সরকার, প্রফেসর মানসী রায়চৌধুরী, সাংবাদিক পিউ রায়, পূর্বা সেনগুপ্ত, প্রফেসর বিজলী মল্লিক, শ্যামশ্রী সেন, আইনজীবী মিতা ব্যানার্জি, ডঃ অপরাজিতা চক্রবর্তী, দেবযানী গাঙ্গুলি এবং বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নির্বাচক শ্যামা দে। কল্যাণী সর্বজয়া সম্মান পেলেন অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী।

শিলিগুড়ি থেকে সিকিমে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু ৩ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি থেকে সিকিমে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন জনের। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের আট মাইল এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সিকিম থেকে বিয়ে বাড়ি উপলক্ষে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন সিকিমের বেশ কয়েক জন বাসিন্দা। শনিবার রাতে একটি গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে সিকিমে রওনা দেন তাঁরা। সিকিমের আট মাইল সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি ট্রাকের। ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় ৩ জনের।

ভারতের মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

শিল্প তালুকগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিল্প তালুকগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শিল্পপার্কগুলিতে প্রথমবার রিয়্যাল-টাইম পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে পার্কগুলির ভেতরে বাতাসের মান ও শব্দদূষণ সম্পর্কে মুহূর্তে তথ্য পাওয়া যাবে।

জানা গিয়েছে, আপাতত উত্তর ২৪ পরগনার মানিকঞ্চন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কলকাতার পরিচয় পোশাক পার্ক, নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম শিল্পউদ্যান এবং পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া শিল্পপার্ক; এই পাঁচটি জায়গায় শুরু হবে পরিষেবা। কর্মতৎপরতা এবং বিভিন্ন রকমের শিল্প ইউনিট থাকার কারণে এই তালুকগুলোকেই প্রথম ধাপে বেছে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পতালুকগুলিতে ক্লাউড-সংযুক্ত মনিটরিং ইউনিট বসানো হবে, যা বাতাসে ক্ষুদ্র কণার পরিমাণ, ধুলিকণা, বিভিন্ন গ্যাস ও শব্দস্তর পরিমাপ করবে। সঙ্গে ধুলো ও ভাসমান কণাকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তিও বসানো হবে। প্রতিটি শিল্প তালুকের প্রধান প্রবেশদ্বারে বড় আকারের স্ক্রিন বসানো হবে, যেখানে রিয়্যাল-টাইম দূষণ মাত্রা প্রকাশ পাবে। এতে শ্রমিক, উদ্যোক্তা ও আগত সাধারণ মানুষ এক নজরে পরিবেশের অবস্থা দেখতে পারবেন।

নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য চাইছে একটি ব্যবস্থাপনা; যেখানে কোনও পার্কে দূষণের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবার্তা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। নিযুক্ত সংস্থাকে ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ইউনিট বসানো ও কমিশনিংয়ের কাজ শেষ করতে হবে। অধিকাংশ যন্ত্রের জন্য টেন্ডারে ৩৬ মাসের রক্ষণাবেক্ষণের শর্ত রাখা হয়েছে, যাতে এগুলি সবসময় কার্যকর থাকে।

প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের কথায়, যন্ত্রপাতিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতেই হবে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলিতে ব্যবহারের পূর্ব ইতিহাস থাকা আবশ্যক। দীর্ঘমেয়াদি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ; যেখানে বছর বছর দূষণের প্রবণতা বোঝা যাবে, ভবিষ্যৎ শিল্প সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামো পরিকল্পনায় ব্যবহার হবে এবং একই সঙ্গে নিরাপত্তা ও দায়বদ্ধতা বাড়বে।

একদিন
আমার শহর
৩
কলকাতা ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার

দিল্লির হামলার পর বাড়তি সতর্কতা

কলকাতায় অব্যবহৃত গাড়ি সরাতে উদ্যোগী পুরসভা

নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও শিথিলতা রাখা যাবে না: মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লির লালকেল্লার পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণে বহু মানুষ প্রাণ হারানোর পর দেশের অন্যান্য মহানগরগুলিতেও নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। ঘটনাটির পর কলকাতার নাগরিক প্রশাসন বিশেষত চিন্তিত হয়েছে শহরের এদিক-ওদিক ফেলে রাখা মালিকবিহীন গাড়িগুলোকে কেন্দ্র করে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই সমস্ত গাড়িকে আর অবহেলা করা যাবে না, কারণ এগুলিই ভবিষ্যতে বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

পুরসভা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন এলাকায় পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ গাড়ির জন্য সমস্যায় পড়ছিল। বর্জ্য জমে পরিবেশ নোংরা হওয়ার পাশাপাশি ডেঙ্গু রোধে বাধা তৈরি হচ্ছিল। এখন নিরাপত্তার দিক থেকেও গাড়িগুলিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পুরকর্তাদের মতে, যেহেতু এসব গাড়ির মালিকানা নির্ধারণ করা যায় না, তাই দুষ্কৃতী গোষ্ঠীর হাতে এগুলি সহজেই ব্যবহারযোগ্য লুকোনো জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

শহরের নানা রাস্তার ধারে, খালপাড়ে এবং থানার সংলগ্ন অংশে বহু গাড়ি বছরের পর বছর অচল অবস্থায় পড়ে থাকে। নিয়মত নিলামের বিধান থাকলেও সেগুলি কার্যকর হতে সময় লাগে। ফলে গাড়িগুলি আগে থেকেই ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে থেকে আরও সমস্যার সৃষ্টি করে। এবার সেই পরিস্থিতিতেই বদল আনতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। এই প্রেক্ষাপটে মেয়র জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে শিগগিরই চিঠি পাঠিয়ে বেওয়ারিশ গাড়ি চিহ্নিত করার অনুরোধ জানানো হবে। প্রয়োজনে সেগুলিকে কল্যাণীর ক্রাশিং সেন্টারে পাঠিয়ে নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেওয়া হবে। ফিরহাদ হাকিম বলেন, শহরের রাস্তায় বছরের পর বছর যে গাড়িগুলো পড়ে থাকে, সেগুলোকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। পরিচয়হীন গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাব। নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও শিথিলতা রাখা যাবে না।

তবে তিনি একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের সক্ষমতার উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। এই রাজ্যের পুলিশ সবসময় তৎপর থাকে। যেকোনও নাশকতার চেষ্টা তাঁরা দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়, তাই নাগরিকরা যথেষ্ট নিরাপদ আছে, মন্তব্য মেয়রের। পুরসভা মনে করছে, অব্যবহৃত গাড়ি সরানো গেলে রাস্তা পরিচ্ছন্ন থাকবে, একই সঙ্গে নিরাপত্তাও আরও জোরদার হবে।

‘এই হল বঙ্গেশ্বরীর রাজত্ব, এসআইআরের ধাক্কায় শ্বশুর যখন বাবা’, কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার আবারও এসআইআর নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকার জগাখিচুড়ি এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে শ্বশুর-ই বাবায় পরিণত হচ্ছে! আর এই অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড সম্ভব হয়েছে রাজ্যের শাসকদলের ছত্রছায়ায়। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৫ নম্বর বুথে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। স্বামী, স্ত্রী মনিরুজ্জামান মণ্ডল ও আর্জিনা মণ্ডল; দু'জনেরই বাবার নাম ভোটার তালিকায় দেখানো হয়েছে মিজানুর মণ্ডল। বাস্তবে মিজানুর মণ্ডল আর্জিনার জন্মদাতা। অথচ তালিকায় মনিরুজ্জামানের ‘বাবা’ হিসেবেও তাঁরই নাম!

শুভেন্দুর তির্যক মন্তব্য; এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের মানুষ রোজ এক নতুন তামাশা দেখছে। বঙ্গেশ্বরীর রাজত্বে কিছুই অসম্ভব নয়; শ্বশুরও বাবা হয়ে যান! ঘটনাকে আরও ঘনীভূত করেছে স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণ। ওই বুথটি রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বাসুদেব ঘোষের এলাকা। আর অভিযোগ অনুযায়ী, তালিকার এই ‘ম্যাজিকাল’ বদল ঘটিয়েছে তাঁর ছেলেই; যে আবার ওই বুথের বিএলও! মনিরুজ্জামান

নিজেও এলাকার তৃণমূল নেতা এবং বাসুদেব ঘোষের ঘনিষ্ঠ। ফলে বিরোধীদের দাবি, এই গরমিল মোটেই ‘ভুল’ নয়, বরং পরিকল্পিত কারসাজি। শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের নানা প্রান্তে ভুয়ো ভোটারের খাতা ফুলিয়ে তোলার অভিযোগ আসছে। কোথাও ভাড়া করা বাবা, মা, কোথাও নাম বদল, আর এখানে তো শ্বশুরকে বাবাই বানিয়ে দিয়েছে। এসআইআর সঠিকভাবে প্রয়োগ হলে এই ভাঁওতাবাজি ধরা পড়বে, মানুষের প্রকৃত সংখ্যা সামনে আসবে।

তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন; অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ী বিএলও-সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে এফআইআর ও কঠোর শাস্তি। শেষে শুভেন্দুর কটাক্ষ আবারও ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে, বাবা, ছেলে, জামাই, শ্বশুর, সব সম্পর্কই এখন তৃণমূলের হাতে ‘রূপান্তরযোগ্য’। এটাই নাকি উন্নয়ন!

ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

সল্টলেকে পার্কের ধারে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার বহু আধার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: সল্টলেকের বিএ এবং সিএ ব্লকের পার্কের ধারে রবিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীদের চোখে পড়ে একাধিক আধার কার্ড। খবর পেয়ে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলির বেশিরভাগই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিভিন্ন ব্যক্তির নামে। কীভাবে এই পরিচয়পত্রগুলি এখানে এসে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় প্রাতঃভ্রমণকারীরা জানান, পার্কের পাশে হঠাৎ এতগুলো আধার কার্ড পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা হতবাক হয়ে যান। কার্ডগুলি আসল নাকি নকল তা খুলে বোঝা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যে চলতি এসআইআর বিতর্কের পটভূমিতে ভিনরাজ্যের একাধিক আধার কার্ড উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রেমিকের সঙ্গে মিলে বরানগরে স্বামীকে খুনের ছক, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: বরানগরে বিকাশ মজুমদারের ওপর সশস্ত্র হামলার ঘটনায় বড়সড় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে বুঝতে পেরেছে, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ঘিরে তৈরি ব্যক্তিগত সংঘাত থেকেই এই আক্রমণের পরিকল্পনা হয়। সৌভাগ্যবশত গুলিতে প্রাণহানি হয়নি; অল্পের জন্য বেঁচে যান বিকাশ।

ঘটনার পর পুলিশ যাঁদের আটক করেছে তাঁরা হলেন বিকাশের স্ত্রী রেখা মজুমদার, মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা প্রদীপ দে, একই এলাকার সুশান্ত আদক এবং শুটার শামিম লস্কর। তদন্তের দাবিতে উঠে এসেছে, রেখা ও প্রদীপের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকায় বিকাশকে তারা ‘বাধা’ হিসেবে দেখতে শুরু করে। সেখান থেকেই স্বামীকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা পাকাপাকি হয়। প্রদীপ প্রথমে সুশান্ত আদকের হাতে দায়িত্ব তুলে দেয়। পরে সুশান্ত, অপারেশনের জন্য শামিম লস্করকে দলে নেয়। নির্ধারিত দিনে শামিম বিকাশের পিছু নেয়। বিকাশকে লক্ষ্য করে শামিম গুলি চালায়। কিন্তু যে ওয়ান-শটার বন্দুকটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটির গোলা ভেতরেই বিকল হয়ে যাওয়ায় শুটারের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি।হামলায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এসেছে তা জানতে আলাদা করে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। চারজন ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে আর কারা জড়িত এবং পরিকল্পনা কীভাবে সাজানো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সপ্তাহের শুরুতেই শীতের হালকা ব্যাটিং, পারদ পতনের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গের আকাশে ফের শীতের আভাস ফিরে এসেছে। গত সপ্তাহের তুলনায় সকালের হাওয়া অনেকটাই ঠান্ডা অনুভূত হলেও, শীত এখনো জোরালো দাপট দেখাতে শুরু করেনি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নভেম্বরের শেষ কয়েকদিনে শীত গাঢ় হবে না, তবে ঠান্ডার টের পাবেন রাজ্যবাসী।

রবিবার সকাল থেকেই শহর থেকে জেলার বেশ কিছু জায়গায় কুয়াশার চাদর দেখা গেছে। দিনের আকাশ ছিল পরিষ্কার। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন প্রায় ১৯ ডিগ্রি ঘোরাঘুরি করবে বলেই ইঙ্গিত মিলেছিল।

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় রাতের পারদ নেমে এসেছে ১৪,১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কলকাতায়ও তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রির ঘর ছুঁয়ে ফেলেছে। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে আরও ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। শুষ্ক আবহাওয়া ও শিশিরপাতের ফলে সকালবেলা হালকা কুয়াশা থাকবেই। সমুদ্রে নিম্নচাপ; তবে বাংলায় নেই বৃষ্টির আশঙ্কা। রবিবার মালাক্কা প্রণালী ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরের কাছাকাছি এলাকায় একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। সেটি সোমবারের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। পরবর্তী দুই দিনে আরও শক্তি সঞ্চয় করে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সিস্টেমের প্রভাবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি এলাকায় বড়সড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গে আপাতত তেমন কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে, তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি শুষ্কই থাকবে। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় এক ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন ছিল ১৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য বেশি। বাতাসে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ছিল ৯০ শতাংশ, সর্বনিম্ন ছিল ৫০ শতাংশ। শীতের আমেজ বাড়বে, তবে হঠাৎ তীব্র ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা নেই। রাতের তাপমাত্রা ১,২ ডিগ্রি কমতে পারে, বিশেষত মঙ্গলবারের পর। শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্ন বৃষ্টি, দার্জিলিং-ক্যালিম্পংয়ে সামান্য ফোঁটা পড়তে পারে। সকালে কুয়াশার দাপট, রাতে শিশিরপাত বাড়বে।

মোবাইল ব্যবহারে না করায় অভিমান, আত্মঘাতী দশম শ্রেণির ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরপুকুর: ঠাকুরপুকুর থানার অন্তর্গত পঞ্চাননতলা এলাকায় দশম শ্রেণির ছাত্রী রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম অঙ্কনা বিশ্বাস। ঠাকুরপুকুর পোড়া অশ্বত্থতলার শিবাজি কলোনির বাসিন্দা অঙ্গনা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই প্রস্তুতির মধ্যেই গত রাতে পরিবারের কাছে নিজের ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন দাবি করে অঙ্কনা। কিন্তু ছাত্রীর মা ফোন না দিয়ে পড়তে বসতে বলেন, তাতেই অভিমান হয় অঙ্কনার। পরে সকালে

অঙ্কনার ঘর থেকে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবার। তার গলায় দাগ দেখে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ওড়না বা জামার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে নাবালিকা। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারের উপর। স্থানীয়দের একাংশের মতে, অঙ্কনা পড়াশোনায় ভালো ছিল এবং তাঁকে নিয়ে কোনও বড় সমস্যা পরিবারে ছিল না। তবে মোবাইল নিয়ে অভিমানই কি এই চরম ঘটনার কারণ, নাকি আরও কোনও মানসিক চাপ কাজ করছিল; তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে। ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

এগিয়ে বাংলা নাকি পিছিয়ে পড়ার গল্প? বিস্ফোরক অভিযোগ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তাল করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তৃণমূল সরকারের জনপ্রচার, নির্ভর রাজনীতি আক্রমণ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন; বাংলা সত্যিই এগোচ্ছে, নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি প্রকান্ড অন্ধকারে? তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক ছড়িয়েছে।

শমীক অভিযোগ করেন, ‘এগিয়ে বাংলা’, মুখ্যমন্ত্রীর বহুচর্চিত স্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক প্রতারণা। সরকারি বিজ্ঞাপনের আচ্ছাদন, উৎসবমুখর প্রচার আর চমকদার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সরকার মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চাইছে এমনটাই দাবি তাঁর। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের বাস্তব ছবি আড়ালে রাখতে ‘উৎসবের চকচকে লেপ’ ব্যবহার হচ্ছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

শমীক বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় আয়ে অবদান ১৯৬০-৬১ সালের ১০.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ শতাংশ; অর্ধেকের নিচে। মাথাপিছু আয় ও জাতীয় গড়ের ওপরে থাকার জায়গা থেকে তলানিতে নেমেছে। তাঁর অভিযোগ, এগোনোর নামে বাংলা পিছোচ্ছে, আর সেই জায়গায় ঠাঁই পাচ্ছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা।

রাজ্যের ঋণ পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন শমীক। ২০১১ সালে যেখানে রাজ্যের মোট ঋণ ছিল ১.৮৭ লক্ষ কোটি, সেখানে তা বেড়ে ৬.৩ লক্ষ কোটিতে পৌঁছনোর জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল সরকারকেই দায়ী করেন।

মাথাপিছু ঋণ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এ সব টাকা উন্নয়ন নয়, খরচ হচ্ছে উৎসবের রাজনীতিতে ও প্রচারে।

শিল্পোৎপাদন, ব্যাংকিং লেনদেন ও বিদেশি বিনিয়োগের পরিসংখ্যান তুলে ধরে শমীক অভিযোগ করেন, যে বাংলা একসময় দেশকে শিল্পে নেতৃত্ব দিত, আজ সেই বাংলা জঞ্জালে ডুবে আছে। সরকার শুধু স্লোগান জানে, শিল্প কিভাবে টিকিয়ে রাখতে হয় তা জানে না। বাংলার শিল্পহীন অবস্থায় শ্রমিকদের দুর্দশা বেড়েই চলেছে বলেও দাবি করেন তিনি। শেষে তাঁর কড়া মন্তব্য; এ শুধু অর্থনীতির ধস নয়, এটা বাংলার স্বপ্নভঙ্গ। তৃণমূল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের ভবিষ্যৎ বন্ধক রেখে দিয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক আক্রমণ,প্রতিআক্রমণের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

রাজভবনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন, ছবি আঁকায় অংশ নিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোসের চতুর্থ বর্ষের কার্যকাল রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। গত তিন বছরের বিভিন্ন স্মৃতি ও মুহূর্ত এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজভবনে উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে যোগচর্চার আয়োজন হয়। দুপুরে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় স্কুল পড়ুয়া প্রান্তিক শিশু এবং ভারতীয় জাদুঘরের আধিকারিকদের সঙ্গে কেক কাটার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জাদুঘরের বিশেষ প্রদর্শনীর সূচনা করেন রাজ্যপাল।

এরপর তাঁর স্বপ্নের ক্যানভাস চিত্রশিল্পী প্রতিযোগিতার সূচনা করেন তিনি। তিনি নিজেও ছবি আঁকায় অংশ নেন। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও পুরস্কার প্রাপকদের হাতে রাজ্যপাল পুরস্কার তুলে দেন। বন্দে মাতরম-এর সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বন্দে মাতরম পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রথম শ্রেণির ছাত্র চিরাগ হালদারকে।

২০২৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূল ৪০টির বেশি আসন পাবে না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূল ৪০-টির বেশি আসন পাবে না। রবিবার জগদ্দলে পরিবর্তন যাত্রার মিছিলে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে বিহারে ভুয়ো ও ভুতুরে ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। সঠিক ভোটার তালিকার জন্যই বিহারে এনডিএ জোটের বিপুল জয় হয়েছে। সেই এসআইআরের সমর্থনে এবং বিহার জয়ে রবিবার বিকেলে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে মিছিলে ডাক দেওয়া হয়েছিল। জগদ্দলের অকল্যান্ড মিলের মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য মিছিলে পা মিলিয়ে এদিন বাংলায় আরেকটা পরিবর্তনের ডাক দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাংলায় প্রায় দু'কোটি ভুয়ো ও ভুতুরে ভোটারের নাম বাদ যাবে। যদিও এসআইআর শুরু হতেই অনুপ্রবেশকারীরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাচ্ছে। তবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হলেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এদিন তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের কাউন্ট ডাউন শুরু

হয়ে গেছে। বালি ও কয়লা পাচার কাণ্ডে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড থেকে অনেকে ধরা পড়েছে। ভাইপোকেও জেলে যেতে হবে। আর মমতা ব্যানার্জির শাসনও এবার শেষ হবে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও বলেন, তৃণমূলের অত্যাচার, তৃণমূলের গুন্ডামি এবং পুলিশি রাজের প্রতিবাদে তাদের এই মিছিল। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন, উনি আর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। আসলে উনি শাসন করেননি। উনি বাংলায় ক্ষমতা ভোগ করেছেন। তাই উনি আজকে ভয় পাচ্ছেন। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, বিহারে এনডিএ জোটের জয়ের প্রতিফলন বাংলায় নিশ্চয় পড়বে। মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে তৃণমূল। মমতা ব্যানার্জি-সহ তৃণমূলের নেতারা সবাই ভয়ে কাঁপছে। ভুয়ো ভোটার নিয়ে উনি ক্ষমতায় টিকে আছেন। আজ সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে তাপস ঘোষ ও প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও কুন্দন সিং, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং ও সন্তোষ রায়, বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, ভাটপাড়া-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজ কুমার সিং, ব্যারাকপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ, গুড্ডু সিং প্রমুখ।

রাজ্যে ভুয়ো ভোটার ফাঁস ও এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক আক্রমণ, মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা গেরুয়া শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভুয়ো ভোটার ইস্যু আবারও রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়িয়েছে। বিশেষত এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিকে কেন্দ্র করে বিজেপি তীব্র সুরে আক্রমণ শানিয়েছে। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন।

নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যানকে সামনে এনে বিজেপি দাবি করেছে, ২০০২ সালে শেষবার এসআইআর হওয়ার পর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ৬৬ শতাংশ, ৪.৫৮ কোটি থেকে এক লাফে ৭.৬৩ কোটিতে। তাঁদের প্রশ্ন, এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কি কেবলই স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল?

রাজনৈতিক বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে যখন দেখা যাচ্ছে, ভোটার বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ জেলার মধ্যে ৯টি বাংলাদেশের সীমানা সংলগ্ন। পরিসংখ্যান বলছে; উত্তর দিনাজপুরে ভোটার বৃদ্ধি ১০৫.৪৯ শতাংশ, মালদায় ৯৪.৫৮ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৮৭.৬৫ শতাংশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮৩.৩ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ৮২.৩ শতাংশ, কোচবিহারে ৭৬.৫২ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ৭২.১৮ শতাংশ, নদিয়ায় ৭১.৪৬ শতাংশ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭০.৯৪ শতাংশ। শীর্ষ তালিকার একমাত্র সীমান্তহীন জেলা বীরভূম, যেখানে বৃদ্ধির হার ৭৩.৪৪ শতাংশ।

বিজেপির দাবি, এই সংখ্যাগুলি অবৈধ অনুপ্রবেশ ও ভোটব্যাংক রাজনীতির স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁদের কথায়, এসব অনুপ্রবেশকারী এখন শুধু সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই নয়, গোটা রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পরবর্তীতে অন্য রাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে, ফলে বৃহত্তর জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ আরও কঠোর, এই অনুপ্রবেশকারীরাই মুখ্যমন্ত্রীর মূল ভোটব্যাংক। তাই তিনি এসআইআর বন্ধ করতে চাইছেন, যাতে ভুয়ো ভোটার তালিকা অক্ষত থাকে। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, এসআইআর হলে প্রকৃত ভোটার সংখ্যা এবং সন্দেহজনক নামের তালিকা প্রকাশ্যে চলে আসবে, যা তৃণমূলের রাজনৈতিক সমীকরণে ধাক্কা দেবে।

তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, বিজেপি বিভাজনমূলক রাজনীতি ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। তবে রাজনৈতিক লড়াই যে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা স্পষ্ট। কারণ ভুয়ো ভোটার এবং সীমান্ত নিরাপত্তা এখন নির্বাচনী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

সম্পাদকীয়

ঘরোয়া চাহিদা, বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভর করে বাকিদের টেক্কা দিচ্ছে ভারত

কোভিডের ধাক্কায় কার্যত শুয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্বের অর্থনীতি। কোমর ভেঙে গিয়েছিল দুয়িয়ার তাবড় উন্নত দেশগুলির। ভারতও তার বাইরে ছিল না। কিন্তু সে সবই এখন অতীত। এবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অর্থনীতি। আর সেখানেই বাকিদের চমকে দিয়েছে মোদির ভারত। ভারত যে অন্যদের পিছনে ফেলে এগোচ্ছে তা ভালই বোঝা যাচ্ছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণাতেও তা এবার প্রমাণিত। কোভিড-১৯ পরবর্তী মন্দার ধাক্কা যখন এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি বহু দেশ সেখানে ভারত যেন গোটা বিশ্বের কাছেই এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষক জেসন ফুয়ারম্যানের বিশ্লেষণ, মহামারির পর থেকে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির দৌড়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের থার্ড কোয়ার্টার পর্যন্ত যে গ্রাফ সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাকি দেশগুলির জিডিপি যেখানে ক্রমেই নিম্নমুখী সেখানে ভারতের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ অব্যাহত। কোভিডের জেরে সব বড় অর্থনীতি মাইনাসে চলে গেলেও ভারত দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০২০ সালে মাইনাস ৫ শতাংশে থাকা ভারত ২০২২ সাল থেকে পুরোমাত্রায় ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালে তা প্লাস তিন শতাংশে, এবং ২০২৫ সালের থার্ড কোয়ার্টারে প্লাস পাঁচ শতাংশে পৌঁছানোর পূর্বাভাস মিলেছে। মজার কথা, ২০২০ সালে অনেক তাবড় অর্থনীতির দেশের জিডিপি কার্যত মাইনাসেই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে দেখা যাচ্ছে ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি বৃদ্ধি ২ শতাংশের কাছাকাছি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে শক্তিশালী ঘরোয়া চাহিদা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ডিজিটাল কাঠামোর বিকাশ, তরুণ শ্রমশক্তি সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। ইলেকট্রনিক্স এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে রফতানির সাফল্য, এবং আইটি শিল্পে স্থিতিশীলতা কোভিড উত্তর পৃথিবীতে ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও অক্সিজেন দিয়েছে।

আজকের দিন

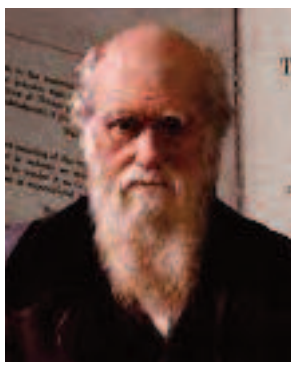

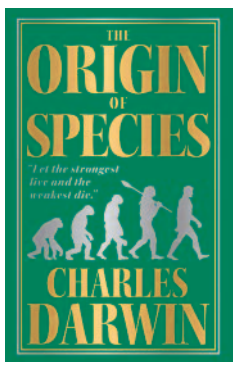

- ১৮৫৯ — চার্লস ডারউইনের প্রভাবশালী বই, অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস, প্রকাশিত হয়।
- **১৮৭৭** — আনা সিওয়েলের উপন্যাস ব্ল্যাক বিউটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- **১৯৭৪** — ইথিওপিয়ায় ডোনাল্ড জোহানসন এবং টম গ্রেমানব পূর্বপুরুষ অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিসেরজীবাশ্ম , যার ডাকনাম 'লুসি', আবিষ্কার করেন।
- **১৯৯১** — কুইন ব্যান্ডের প্রধান গায়ক ফ্রেডি মার্কারি এইডস-সম্পর্কিত জটিলতায় মারা যান।
- **২০১২** — বাংলাদেশের ঢাকায় তাজরীন ফ্যাশন কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১১০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়, যা পোশাক শিল্পের খারাপ কাজের পরিবেশের কথা তুলে ধরে।
- **২০২৩** — গাজায় একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি শুরু হয়, যার ফলে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে প্রথম জিম্মি ও বন্দী বিনিময় হয়।
- **লাচিত দিবস** — সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘলদের বিরুদ্ধে অসমীয়া বাহিনীকে বিজয়ী করে ১৭ শতকের আহোম সেনাপতি লাচিত বোরফুকনের সম্মানে ভারতের আসাম রাজ্যে পালিত হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

রবি ঘোষ

১৯৩১. *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রবি ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট নাট্য ও চলচ্চিত্রাভিনেতা অমল পালেকরের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুব্রত পালের জন্মদিন।*

ম্যানমেড তত্ত্ব খারিজ করে দিয়ে ডিভিসির পর্যটনেই মনোনিবেশ

সুবীর পাল

একেই বলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো। আসলে এটাই মূল নির্যাস, ডিভিসির আতসে ফের উঠে এলো এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মমতার মিথ্যাচার। ম্যানমেড বন্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে। বাস্তবে এই ইস্যুতে ডিভিসি কার্যত তুলোধুনা করে বসল রাজ্য প্রশাসনকে।

সে যাক। এখন একটা প্রচলিত কথা বেশ মনে পড়ছে। 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে।'

চিরায়ত এই বাংলা প্রবাদটি কখনও কখনও কতই না প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমাদের জীবনে। পারিপার্শ্বিক সমাজে। প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাতে। তেমনই ভারসাম্যের ডিভিসির অঙ্গে কলেবরে।

বিদ্যুতের ত্র্যহস্পর্শ তাই চলছে চলুক না। উৎপাদনের প্রতিবদ্ধতায়। কে বারণ করেছে? আর বারণ করলে শুনছেটা কে শুনি। 'তা বলে কি প্রেম দেবে না যদি মারি কলসির কানা নেশা'র ঝোঁকের মতো নব পর্যটন মাদক সেবনে আপত্তি কোথায়?

সেকি? 'বিদ্যুতের ত্র্যহস্পর্শ', 'পর্যটন মাদক সেবন' কিম্বা 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে' এসব নানান ভিন্ন পুঁতির একখানি মালা গাঁথার তবে কারণটা কি?

দাঁড়াও পথিকবর। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। তাহলে রেডি স্টেডি। এবার হোক তবে একটা বিগ ব্রেকিং অ্যানাউন্সমেন্ট। তাহলে শুনুন মহাশয় মহাশয়া, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অর্থাৎ ডিভিসি এবার থেকে পর্যটন শিল্পেও পুঁজি নিবেশ করতে চলছে। এবং তা খুব শীঘ্রই। সারা ভারতবর্ষ এতদিন শুনে এসেছে, দামোদর নদের বুকে বৃহৎ বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করেছে ডিভিসি। এখানেই থেমে থাকেনি ডিভিসির পদযাত্রা। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই সংস্থাটি জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেশের পূর্বাঞ্চলে এক অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯৪৮ সালের ৭ জুলাই ভারতীয় গণপরিষদের একটি আইন বলে (ধারা নং ৬৯) ১৯৪৮) ডিভিসি গঠিত হয়েছিল। আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির আদলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গড়ে ওঠে। দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিনহার ত্রয়ী উদ্যোগে এই প্রকল্প গড়ে উঠেছিল।

প্রথম দিকে ডিভিসির মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বনসৃজন এবং ডিভিসি প্রকল্পের পরিচালনাধীন এলাকার বসবাসকারী মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ডিভিসি অত্যধিক মনোনিবেশ করলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ব্যবস্থায় এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা সমগ্র দেশ এক কথায় মেনে নিয়েছে।

ডিভিসির নির্মিত তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে মাইথন ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে চির পরিচিত। এছাড়া বোকারো, চন্দ্রপুরা, দুর্গাপুর ও মেজিয়ায় এই সংস্থার নিজস্ব তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। অন্যদিকে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন দামোদর নদের উপর তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার ও দুর্গাপুরে অত্যাধুনিক এবং বৃহদাকার ব্যারেজও নির্মিত করেছে।

এ হেন ডিভিসি এবার পর্যটন শিল্পেও হৈ হৈ করে নেমে পড়তে চলেছে। এমন ভাবনাটা কিন্তু মোটেই মনগড়া নয়। এই ট্যাগ লাইনের নির্যাস কিন্তু বেড়িয়ে এসেছে ডিভিসির চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমারের মুখ থেকে। সম্প্রতি তিনি এমনটাই স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন কলকাতার একটি বণিকসভা আয়োজিত আলোচনা চক্রে। প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তো বিদ্যুৎ উৎপাদনের মসিহা। তবু প্রতিষ্ঠানের বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক ভাবনাকে আরও প্রসারিত করতে আমরা সম্প্রতি এবার পর্যটন শিল্পে মনোনিবেশ করেছি।' তাঁর মতে, মাইথন, পাঞ্চেত ও কোনারে ডিভিসি নিজের মতো করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলবে। ওই সব ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর মানুষ এমনিতেই ঘুরতে আসেন। আমরা তাঁদের কথা চিন্তা করেই ওই সব অঞ্চলে অত্যাধুনিক পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করবো বলে মনস্থির করেছি। উক্ত তিন এলাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকৃতই দৃষ্টিনন্দন। তাই সেখানে পর্যটকদের নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি আধুনিক রিসোর্ট নির্মাণ করা হবে। বিভিন্ন রাইডের ব্যবস্থাও থাকবে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য।' ডিভিসির চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'আমরা নীতিগতভাবে ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। একইসঙ্গে ওই সব দামোদর বাহিকা স্থানে সংস্থার প্রচুর জমিও রয়েছে। ফলে সেখানে পর্যটন শিল্পকে বাহবা দিলে সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন তেমন আমাদের সংস্থাও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে। বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মীর সুযোগ কে ছাড়তে চায়?'

আলোচনা চলাকালীন কথাপ্রসঙ্গে ডিভিসির তরফে এস সুরেশ কুমার কার্যত হুঁশিয়ারি দেন পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খণ্ডের একাংশ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিরুদ্ধে। তিনি একপ্রকার ক্ষোভ উগড়ে জানান, এই দুই রাজ্যে কিছু কিছু আমাদের গ্রাহক আছে। যারা বিদ্যুৎ গ্রহণ করবেন কিন্তু পরিষেবার মূল্য চোকাতে যথেষ্ট অনীহা প্রকাশ করে। আমরা বারবার তাগাদা দিলে তারা আদালতে দৌড়ায়। ডিভিসিও এই বিষয়ে আদালতে শেষ দেখে ছাড়বে।' তিনি ঝাড়খণ্ডের বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের নাম সরাসরি উচ্চারণ করে বলেন, 'ওই কারখানা থেকে আমাদের পাওনা পাহাড় সমান। আমরা ধৈর্য ধরছি মানে এই নয় যে ডিভিসি দাতা কর্ণ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি সেরকম গড়ালে আমরা বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের সঙ্গে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ ছিন্ন করে দিতে দ্বিধা বোধ করবো না। আর সেই দায় ওই কারখানাকেই নিতে হবে। গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় একই সমস্যা এই রাজ্য থেকেও আমরা ক্রমাগত পেয়ে চলেছি। কেউ যেন এটা না ভেবে থাকে যে আমরা চ্যারিটি করছি। আমাদের প্রচুর ব্যয় করতে হয় কাঁচামাল ক্রয়ে, শ্রমিক শ্রমে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সুতরাং বকেয়া দাও পরিষেবা নাও পশ্চিমবঙ্গেও লাগু করা হবে কঠোর ভাবে। সেখানে রাজ্য সরকারি সংস্থাকেও কোনও রেয়াত করা হবে না বলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সতর্ক করে দেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করে বসেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'বর্ষার সময় অতি বর্ষণ হলেও ডিভিসি কখনই চায় না কাউকে প্লাবিত করতে ইচ্ছাকৃত ভাবে। যে সমস্ত এলাকায় দামোদরের জল পৌঁছায় না, অথচ সেখানেও প্লাবনের জন্য কেউ কেউ ডিভিসিকে দোষারোপ করেন ইচ্ছাকৃত ভাবে। এ সব যাঁদের কাজ তাঁরা করবেনই। ডিভিসি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যায় না অনর্থক। তাঁর ভাষ্য, প্রবল বর্ষণ হলে প্রাকৃতিক কারণে ডিভিসি বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়তে বাধ্য হয়। নির্দিষ্ট বিধির মধ্যে দিয়ে। ব্যারেজগুলো ভেঙ্গে যাবে আর আমরা ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবো কারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামাল দিতে, এটা চলতে পারে না। প্রয়োজনে জল ছাড়ার আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট দফতরকে ফোনে, মেইলে ও হোয়াটসঅ্যাপে পর্যায়ে পর্যায়ে সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিই বরাবর যাবতীয় আইন ও চুক্তি মেনে। এরপর কেউ তা অস্বীকার করলে সেটা তিনিই বলতে পারবেন কোনও ভাবনার মধ্যে দিয়ে এই অসত্য বলে চলেছেন। এইটুকু বলবো, আমরা আমাদের কাজটা নিয়ম মেনেই করে থাকি।' তাঁর মতে, 'অনেকে মিথ্যাচার করতেই পারেন। রাজনৈতিক অঙ্ক কষে। সেটা তাঁদের বিষয়। ডিভিসির কাজ রাজনীতি করা নয়। দেশের বিকাশে আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। ওইসব মিথ্যাচারের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। ডিভিসি কি কি কাজ করে চলেছে কেমন ভাবে তা সম্পন্ন করছে তা দেশের মানুষ ভালো ভাবেই জানে। আমরা আসলে দেশের সেবার প্রতি দায়বদ্ধ।'

বলছি কর্মহীনতার কথা — প্লিজ শুনবেন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

মা বলছেন ছেলেকে — 'তুই যদি আমার আগে মরিস তবে বেঁচে গেলি। নইলে মরবি ' একটা প্রাণে মরা তো অন্যটা বেঁচে মরা। দ্বিতীয়টি সাংঘাতিক। মা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার পাগলকে। মা দেখতে পাচ্ছেন ডাস্টবিন থেকে পাতা কুড়িয়ে খাবার খোঁজা সেই পাগলকে। যে অবস্থায় মরছে, যে বেঁচে মরছে। সরি, যে রোজ মরছে। আর আশ্চর্যের বিষয় সে যে মরছে সেটা সে নিজেও জানে না। আমরা তার নাম দিয়েছি পাগল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা জানলাম ও না তার মাথা খারাপ কিনা। আমরা জানতে চেষ্টা করিনি সেই ডাস্টবিনের খাবারটি সে আবার কাউকে খাওয়ালো কিনা। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে দূরে কোনো ছালা অথবা কোনো পুরোনো ব্যানার দিয়ে রাস্তার রেলিং এর ধারে অস্থায়ী ঘরে তার বাচ্চার জন্যে খাবার নিয়েও তো যায়। তবে সে পাগল হলো কি করে? অথচ আমরা তাকে পাগল ঘোষিত করে দিলাম কি অনায়াসে ---এটাই আশ্চর্যের! হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই তো সেটা হয়। এবার তার জীবনের আদল রহস্যে ঢুকে গেলে না জানি আরো কতই না জানা ইতিহাস জানা যাবে। তবে সে কথা বাদ দিয়ে দেখুন তাকে দেখে কত আবেগের কথা বের হয়ে আসতে পারে। চলুন,আমরা তবে সেই ঘরে পায়চারি করে আসি।

মা বলেছেন এমন কথা — গভীর অনুশোচনায়। ছেলে হতাশ হয়েছেন সেই কথাই -- গভীর অনুশোচনায়। ছেলে জানায় মা আমাকে ঠিকই বলেছেন। কারণ আমার কষ্ট ওই পাগলের মত হবে সেটা কোন মা সহ্য করতে পারে? সুতরাং তবে তিনি ঠিকই বলেছেন। তবে ছেলের চোখের কোনে জল কেনো? জানতে পারলাম অনেক কথা। জানতে পারলাম সে খুব একটা খারাপ স্টুডেন্ট ছিলেন না। বাবা রেল কর্মী। একটা আদর্শে বাঁচে বলে ছেলের জন্যে ধরা ধরি করেন নি। না, কোনোও পার্টির তদারকিতে যাননি। বাবার ব্রেন স্ট্রোক হয় কলেজ পড়ার সময়। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় ছেলে হিসাবে বাবার চিকিৎসা সহ অন্যান্য দায়িত্ব নিতে হয়। ছোট ভাই প্রাইভেট ব্যাংক কর্মী। ও আমাকে দেখে। আমার লজ্জা করে তার হাত থেকে আমার পুজোর জামাটা নিতে। না, আমি পারি না। কারণ আমার এই কম মাইনার চাকরিতে আমি ওকে কিছু দিতে গেলে ও বলে আমার আছে। তবে ঠিক আছে। ভাই আমারই মত অবিবাহিত। বাবা মারা যাওয়ার সময় ছোট ভাইকে বলেছিল বড়কে একটু দেখিস। হ্যাঁ, ভাই সেই কথামত চেষ্টা করে চলেছে। আর আমি অভাগা যে কিনা ওর টাকায় বসে বসে খাই। মা পেনশন পান। সব দিয়ে কোনো মতে সংসারটা চলে। আমি কিছু টাকা দিতে চাইলে মা বলে--থাক, লাগলে নেবো। আসলে জানে তো কম রোজগারের চাকরিতে আমি পারবো কি করে! তবে লাইটের বিল, গ্যাস, বাড়ির ট্যাক্স এর মত কিছু বিষয় আমি সামলায়। এবার আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আর অন্য কিছু করা যায় কিনা। বললো — চেষ্টা অনেক করেছি কিন্তু কিছু হয়নি। এমনকি বাইরে গেছি। বেশি টাকা হলেও লাভ নেই, খরচা অনেক। আর বিয়ের কথা বললে বলে মা অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। উল্টে মাকে শুনতে হয়েছে আপনার সাহস হলো কী করে এই টাকায় সম্বন্ধের কথা বলতে। এ রকম হাজারো কথা মা নিত্য শুনছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর বিয়ের বিষয়ে না ভাবা। বরং জানি এখন ভাই ভাই মিল থাকলেও বিয়ের পর আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে। আমি ওকে নিরস্ত করি এতো ভাবনার কিছু নেই। ও সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান মুখ ফেরান না। ও বলে ঠিকই বলেছেন। তাই আমি মাকে এখন থেকে বলে রেখেছি আমার এই বাড়ির সম্পত্তি কিছু লাগবে না। সব ভাইকে দিও। আমাকে একটা ছোট ঘর দিতে পারলে দিয়ো। আমি আলু সেদ্ধ ভাত ঠিক জোগাড় করে নেবো। ভাইয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো। আমায় বলে আর যদি তাও না হয় তবে কোনো মন্দিরে গিয়ে থাকবো। কাছ থেকে ঠাকুরের সেবা করবো। ঘর মোছা, বাসন মাজা আমি করতে পারবো। ভগবানের সেবা করলে ভগবানও নিশ্চয় দেখবে।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়েসের এই কথা। আপনার আমার খুব চেনা কথা। আমরা যে যেটা চাই না সে সেটা পাই। একটি মেধাবী পড়ালেখা জানা ছেলের মানুষিক পরিস্থিতি যদি এই হয় তবেই ভাবুন! আমি ট্রিপিল এম এ পাশ করা ছেলেকে দেখেছি কিভাবে বেকার হয়ে গেল। এখন পার্টির কাজ করে। মানে ওদের যাবতীয় লেখালেখির কাজ। কিচ্ছু হয়নি তার জীবনে। চাকরির চেষ্টা করলেও পায়নি। ভাবুন তবে। আমাদের দেশে এই এক সমস্যা ! আমাদের এখানে শিক্ষার সঙ্গে কর্মের কোনো যোগ নেই। মানে তুমি শিক্ষিত বেকার হও। আমরা শিক্ষিত বেকারের কথা শুনলেও অশিক্ষিত বেকারের কথা কিন্তু শুনিনি। মানে যারা শিক্ষিত হয়, তারা বেকারও হয়।তবে আমাদের বাঁচার উপায় কি। কারণ আমাদের আর আগেকার মত সমাজ ব্যবস্থা নেই। কোনভাবে আর চলা যায় না। সবাই সবাইকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। অর্থ না থাকলেও একটা আর্থিক কম্পিটিশন কিন্তু লেগেই আছে। তাই আমাদের জীবনের চলার বাজেট বেড়ে গেছে। অথচ আয় তেমন বাড়েনি। উল্টে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে হু হু করে। এই চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে আজকের ছেলেমেয়েদের। ব্যয় বাড়ছে অথচ আয় নেই। আর এক্ষেত্রে কেউ সুখে নেই। আমরা দেখেছি যার যেমন আয় তার তেমন ব্যয়। আর এই ব্যয় বেড়েছে এখনকার সময়ে জাস্ট প্রতিযোগিতার নিরিখে। এমনটা হলে তো চলবে না। কিন্তু তাও চালাতে হয়। একটা সিস্টেম হয়ে গেছে। আমরা এই সিস্টেমের ঘেরাটোপে।

বেকারত্বের জ্বালা কি সে যে ভোগে সেই-ই জানে। লিখে আভাস দেওয়া যায়,নাগাল পাওয়া যায় না। একদা এক জজ সাহেব ঠিকই বলেছিলেন-পকেটে টাকা না থাকলে আর পেটে খিদে থাকলে জানা যায় কষ্ট কি। আপনি আমি সুখের ঘরে বাস করি বলেই এই বিশ্লেষণ করতে পারি। নইলে কিসের প্রবন্ধ , কিসের গল্প? কম বেশি আমরা সবাই অভাব দেখেছি। অভাব যে সবটাই আর্থিক হবে তার কোনো মানে নেই। শারীরিক, মানুষিক সব রকম অভাব মানুষের চেনা। তবে তার মধ্যে আর্থিক অভাবটা-ই প্রবল। সব পেলে নষ্ট জীবন জেনেও আমরা এটা তো বলতেই পারি যে — মোটে না পাওয়াটাও তো অন্যায়। বড় ছোটকে গিলবে এটা প্রাচীন তবে ছোটর অনাহার তো মানা যায় না। এক কথায় কর্ম চাই, কর্ম। মানুষ আজ বড় বিপদে। হাতে কাজ নেই, পেতে ভাত নেই। আবার থাকলেও ঠিকমতো নেই। তবে কি এটা সিস্টেম, তবে কি এটাই নিয়ম? না, তা তো হতে পারে না। মানুষের যোগ্যতার কাজই বা কই? শুধু চাকরির কথা আমি বলছি না। শিল্প, বাণিজ্যে তেমন জাগরণ কি দেখা যাচ্ছে? কেনো এই দুরবস্থা? কেউ পাচ্ছে না,কেউ পাচ্ছে। এমনটা হলে তো চলবে না। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার তো সকলের আছে। ভালোভাবে নাইবা জুটলো। স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কি আমাদের কারো নেই! এখন যা পরিস্থিতি তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে মানুষের। মূল্যবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য নেই রোজগারের কোনো ক্ষেত্রেই। সুতরাং ভালো থাকা তো দুর, সুস্থ থাকাটাই দায়। কে এর দায় নেবে? না, কেউ নেবে না। নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে হবে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেনো সেরাটা দিন। আপনি সাফল্য পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটাও আবার সব সময় হয় না। আমাদের রাজ্যের মতো গোটা দেশের একটা বড় সমস্যা হলো বেকারত্ব। কাজ নেই। যত মানুষ আছে তত খাবার নেই। সুতরাং খাবার জোগাড় করতে সকলে মরিয়া। এই চিন্তা গ্রাস করছে যুব সমাজকে যে হোয়াট নেক্সট! কি করবেন তারা,কোথায় যাবেন তারা? হ্যাঁ, ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন। পরিযায়ী হয়ে যাচ্ছেন অনেকেই। মা বাবা ভাই বোন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অনেকেই। ভালো লাগলে স্টেটেল হয়ে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েরা। বাবা মা গর্ব করে বললেও অনুতাপ ও আবেগে ভরা তাদের জীবন। এমন অনেক পরিবার আছেন যাদের দেখার কেউ নেই। তখন পাড়া প্রতিবেশী সম্বল। ভাবুন নিজে প্রবল জ্বরে নিজেই ওষুধ আনছেন আর ছেলের বাইরের থাকা নিয়ে গর্ব করছেন। কি করবেন এ ছাড়া তো কোনো উপায় নেই। ছেলের ভালো, ছেলের মঙ্গলের জন্যে এটুকু করা তো কোনো বড় ক্ষতিও নয়। সুতরাং একটা জোড়াতালি দেওয়া জীবন এখন অনেক পরিবারে। আবার ভিন রাজ্য থেকে আমাদের দেশে চলে আসছেন অনেকেই। কারণ সেই একটাই - কর্ণহীনতা। আর্থিক নিশ্চয়তা করতেই এখানে আসর জমানো। সুতরাং গোটা দেশের এই এক সমস্যা যা হলো আর্থিক অনিশ্চয়তা। এখন প্রশ্ন হলো তবে এর সুরাহা হবে কি করে?

রাস্তা একটা খুঁজে বের করতেই হবে। রাস্তা আমাদেরই তৈরি করতে হবে। জানতে হবে শিক্ষা তোমার চরিত্র গঠনের জন্যে, সার্বিক বিকাশের জন্যে। এর সঙ্গে কর্মের কোনো যোগ নেই। তোমাকে কোনো ছোট বড় কাজ অবজ্ঞা করলে চলবে না। কোনভাবেই কোন কাজকে ছোটভাবে ধরা যাবে না।এতে কষ্ট অনেক হলেও বাঁচার তাগিদে আপনাকে এটা করতেই হবে। জানতে হবে সবাই সব পায় না। অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করলেও হয় না। তোমার ভাগ্য তোমাকে রাস্তা দেখাবে। ভাগ্য তোমাকে মানতেই হবে। তোমার কর্ম, তোমার শিক্ষা জারি রেখে ভাগ্যকে মানতে হবে। মানতেই হবে। চেষ্টার ত্রুটি না করে আবেগকে হটিয়ে ভাগ্যকে মানতেই হবে। হতাশা সরিয়ে সুখকে তোমার জীবনেই খুঁজতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে কোনো ক্ষেত্রে আসবে না। কিন্তু হতাশকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে এই ভাবধারায় চলতে হবে। জানতে হবে আমি এই পৃথিবীর অনেক কি মন্দ অবস্থায় থাকা মানুষ থেকে অনেক অনেক ভালো আছি। হ্যাঁ, এটাই বাস্তব। কি মানবেন তো? মানলে কষ্ট সহজে উবে যাবে।

চটবাসর

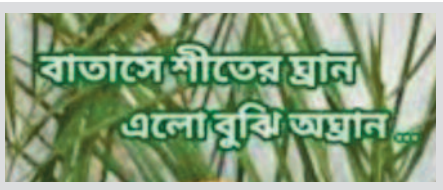

বানান, কী জ্বালা! অগ্রহায়ণ, কিন্তু সংক্ষেপে লিখলে সেটা অঘ্রান। ছিল ণ, হয়ে গেল ন।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আবাস যোজনায় মাথাপিছু ঘুষ ৫ হাজার, তৃণমূলের প্রধানের অডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ‘উপর নেতৃত্বে চাপ আছে’ দুই কিস্তিতে মাথা পিছু ৫ হাজার করে মোট ১০ হাজার টাকা চাওয়ার ফোনালাপ অডিও ভাইরাল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনায় মুখর বিরোধীরা।

আবাস যোজনায় উপভোক্তারা ৬০ হাজার করে দুই কিস্তিতে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পান। এবার সেই প্রতি ৬০ হাজার টাকায় ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা চাওয়ার ফোনালাপ অডিও ভাইরাল হল। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিকুন নাহারের। তার অডিও ভাইরাল হয়েছে। ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রথমে ৫ হাজার টাকা দিতে হবে আবার দ্বিতীয় কিস্তি ৫ হাজার টাকা দিতে হবে এই নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি টাকা কামানোর আর্জিও শোনা গেছে সেই ফোনালাপে। তবে সেখানে প্রধানকে বলতে শোনা গেলে, ‘উপরের নেতাদের চাপ আছে, টাকা দিতে হবে।’ প্রধানের এই অডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিজেপির দাবি, ‘আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম তৃণমূল কাটমানি খাচ্ছে। তা আবার প্রমাণিত হল। এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।’

বিষ্ণুপুরে এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়ার জন্য তৃণমূলের ওয়াররুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত তাঁর বাড়ি পাত্রসায়ের এলাকাতে। এবার সেখানেই তাঁর নিজের বুথের ক্যাম্পে দেখা গেল বেশ কিছু যুবকদের নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করছেন। এলাকার যে সমস্ত মানুষ এই ফর্ম নিয়ে বিভ্রান্ত নির্ভুলভাবে ফিলাপ করতে পারছেন না, তাঁরা এই ক্যাম্পে আসছেন এবং তাঁদের ফর্ম নিজের হাতে ফিলাপ করছেন জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। পাশাপাশি শুধু নিজের বুথ নয়, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় প্রত্যেকটি বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিএলও ২ দেওয়া আছে বিএলওদের সহযোগিতা করার জন্য এবং সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য। কিন্তু প্রত্যেক বুথের বিএলও ২ নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা খ তিয়ে দেখার জন্য ওয়ার রুম খোলা হয়েছে। সেখান থেকেই জেলা সভাপতি লিস্ট ধরে প্রত্যেক বিএলও ২-কে ফোন করে জিজ্ঞাসা করছেন তাঁরা ফিল্ডে বেরিয়েছেন কিনা, মানুষের সহযোগিতা করছেন কিনা। কোনওরকম সমস্যা তাঁদের হচ্ছে কিনা। বিএলও ২-দের পরিষ্কার জানানো হচ্ছে, তাঁদের কোনওরকম সমস্যা হলে তাঁরা যেন ব্লকের বিইআরএস-কে জানান। সে জেলা সভাপতিকে সমস্যার কথা জানাবে এবং অতি দ্রুততার সঙ্গে জেলা সভাপতি সেই সমস্যার সমাধান করবে। সব মিলিয়ে জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত একদিকে যেমন নিজের বুথের সাধারণ মানুষকে হেল্প করছেন অন্যদিকে নিজের বুথে বসেই গোটা সাংগঠনিক জেলা নজরদারি করছেন দক্ষতার সাথে।

‘২৬-এও মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা’

দাবি সিউড়ির বিধায়ক বিকাশের

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: ‘২০২৬-এ ফের ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশন গ্রন্থাগার শাখার বীরভূম জেলার প্রথম জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘ভোটের আগে বিজেপি প্রথমে এনআরসি, সিএএ আর এবার এসআইআর নিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে। কিন্তু আপনাদের মতো কর্মীরা আগেও তৃণমূলের পাশে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আগামী ২০২৬-এ ফের ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’ রবিবার বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী-সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশন গ্রন্থাগার শাখার রাজ্য সভাপতি তাপস চক্রবর্তী বীরভূম জেলার সম্পাদক সুদীপ মণ্ডল-সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

পাড়ায় সমাধান শিবিরে ২৯টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরে উন্নয়নের নতুন অধ্যায়। ৩ নং বোরোতে একসঙ্গে ২৯টি প্রকল্পের শিলান্যাস। রবিবার মামড়া বাজারে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ শিবিরে দুর্গাপুর নগর নিগমের ৩ নং বোরো এলাকায় মোট ২৯টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস সম্পন্ন হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পোন্নাম্বালাম এস, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর নগর নিগমের চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস, নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পৌরপিতা দীপেন মাজি-সহ বিভিন্ন বিশিষ্টজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিনের বহু প্রয়োজনীয় কাজের বাস্তবায়নে এই শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখ বে। রাস্তা, আলো, নিকাশি-সহ নানা পরিকাঠামোগত প্রকল্পের সূচনা স্থানীয়দের মধ্যে বাড়িয়েছে আশাবাদের সঞ্চার। ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশাসন মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে, এটাই যেন এই শিবিরের মূল বার্তা। ২৯টি প্রকল্পের শিলান্যাসের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরের ৩ নম্বর বোরো এলাকায় নতুন উন্নয়ন অধ্যায় শুরু হল। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এলাকার সার্বিক উন্নয়নই হবে এর সবচেয়ে বড় সফলতা।

বল মেরে ‘রেনবো কাপ সিজন ৬’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ ময়দানে ৮টি দল নিয়ে দিন-রাতের একদিনের টেনিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে সিউড়ি কলেজ পাড়া রেনবো ক্লাব।

চাকদা পুরো বোর্ডকে শো-কজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শহরের বিভিন্ন এলাকা আবর্জনায় ভরেছে, আবর্জনা অপসারণের প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। বেশ কিছু রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এমনকি এখানকার জল নিকাশির ব্যবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। এরকম বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ছবি-সহ বিস্তর অভিযোগ আসে রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের কাছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শোকজ করা হল চাকদহ পুরসভার বোর্ডকে। এই বিষয়ে গত শুক্রবার রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর চিঠি পাঠিয়ে আগামী সাতদিনের মধ্যে চাকদহ পুরবোর্ডকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে। সূত্রের খবর, শহরের বিভিন্ন নাগরিক, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে রাজ্যের কাছে এই সব অভিযোগ জানানো হয়েছিল। যার ভিত্তিতে পুরসভাকে ‘করা চিঠি’ দিল রাজ্য সরকার। তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভায় ২১টি ওয়ার্ড রয়েছে। এই শহরে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোকের বাস। গত বছরের জানুয়ারি মাসে শহরের পশ্চিম পাড়ে পুরসভার নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রী হাত থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে বলে সেই সময় জানায় পুরসভা। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নাগরিক পরিষেবা নিয়ে শোকজ করা হল সেই চাকদহ পুরসভাকেই। যদিও পুরসভার দাবি, জল, গ্যাস এবং সোয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। যার কারণে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা খুঁড়তে হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। সেই কাজ শেষ না হওয়ায় একটু সমস্যা হচ্ছে। এইসব কাজ শেষ হলে আর সমস্যা হবে না বলেই পুরসভার দাবি। পাশাপাশি নিকাশি ব্যাবস্থার কাজ শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে চাকদহ পুরসভার পুরপ্রধান অমলেন্দু দাস বলেন, ‘আগামী সাত দিনের মধ্যে এর উত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’

ক্যান্সারের প্রাথমিক শনাক্তকরণ বাড়িয়ে দেয় বাঁচার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: ভারতে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষেরও বেশি নতুন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ক্যান্সারের প্রকোপ প্রায় ২৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিটি ভারতীয়ের আজীবন প্রায় ১০.৬ শতাংশ ঝুঁকি রয়েছে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার এবং ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উল্লেখ যোগ্যভাবে বেড়ে যায়। পূর্ব ভারতের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক লিমিটেড (‘সুরক্ষা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস’), সম্প্রতি শ্রীরামপুর সেন্টারে ক্যান্সার স্ক্রিনিং নিয়ে একটি বিশেষ সেশন আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. দিপ্তাংশু দাস, এমএস (গোল্ড মেডেলিস্ট), এফএমএএস, এফআইএজিএস, এফজিআইই, এফ. সার্জিকাল অনকোলজি, কনসালট্যান্ট জেনারেল, ল্যাপারোস্কোপিক ও লেজার সার্জন এবং কনসালট্যান্ট অনকোসার্জন এবং ড. বরুণ কুমার পাল, এমএস (জেনারেল সার্জারি), এমসিএইচ (নিউরো সার্জারি), কনসালট্যান্ট নিউরো ও স্পাইনাল সার্জারি, আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা। এআই-সক্ষম স্মার্ট ল্যাব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে সুরক্ষা রোগী সেবাকে আরও উন্নত এবং দ্রুততর করেছে। এআই-চালিত অত্যাধুনিক রেডিওলজি সেবা, যেমন এক্স-রে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ইউএসজি, ডেক্সা স্ক্যান, ম্যামোগ্রাফি এবং ওপিজি, পরিষেবা প্রদান করা হয়। যা সিএপি এবং এলএবিএল কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাব ও কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়, যা শিল্পের সর্বোচ্চমান নিশ্চিত করে।

দুর্ঘটনা কমাতে চালকদের গরম চা গুসকরা ট্র্যাফিক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: কুয়াশা মাখা শীতের ভোর। যত্ত আলসেমি এই সময়েই উড়ে এসে জুড়ে বসে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে গাড়ির চালকদের। তাতে বাড়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা এড়াতে গুসকরা ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে বলগোনা মোড়ে গাড়ির চালকদের চা খাওয়াচ্ছেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। কাগজের কাপে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ধোঁয়া ওঠা গরম চা।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গভীর রাত বা ভোরে অনেক সময়ই গাড়ির চালকদের ঘুম পেয়ে যায়। একাধিক দুর্ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে নানা তথ্য পুলিশের সামনে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে চালক হয়তো সারাদিন ঘুমোননি। আগের রাতেও তাঁকে গাড়ি চালাতে হয়েছে। বিশ্রামের অভাবে ঘুম আসতেই পারে। তাতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে গাড়ি। বিশেষ করে হাইওয়েতে। উদাহরণ হিসেবে লোকসংগীত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ অথবা পুলিশকর্তা দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলা যায়। উপস্থিত ছিলেন গুসকরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি আসিস লায়েক, ট্রাফিক আধিকারিক কামরেজা জামান সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এসআইআর আবহে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল ৫০ জন দলীয় কর্মী সমর্থক। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা নবদ্বীপ পৌরসভার পুরপিতা বিমানকৃষ্ণ সাহা। দলীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুরে নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০ ও ২০২ নম্বর বুথের প্রায় ৫০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মী, সমর্থক নবদ্বীপে পুরপিতার দলীয় কার্যালয় এসে তৃণমূলে যোগদান করেন। এ প্রসঙ্গে সদ্য দলত্যাগী বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জানান, বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তারা দলত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি ছেড়ে তাঁরা আজ তৃণমূলে যোগ দিলেন। পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে কখনো নোট বদলি, আবার কখ নো এসআইআর-এর মত প্রকল্পের মাধ্যমে লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করছে। অনেকের প্রাণহানি ঘটেছে। বিজেপির এই উন্নয়ন বিরোধী অমানবিক রাজনীতির কারণে আজ মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বিজেপি ছেড়ে ৫০ জন তৃণমূলে যোগ দিলেন।’

সই নকল করে কোটি টাকার দুর্নীতি, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার সই নকল করে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির। বিজেপির দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তারা এই অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। নদিয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার টাউনশিপ পঞ্চায়েতের ঘটনা। অভিযোগ বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা ডোনা বসাকের সই নকল করে কোটি টাকার জমির পাট্টা বিক্রি করে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বিলাস রায়। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও, পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, কিন্তু এত টাকা দুর্নীতির পরেও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। রবিবার অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সম্মুখে বসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করতে থাকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তৃণমূল নেতা বিলাস রায়কে গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যদিকে শান্তিপুর থানার পুলিশ আধিকারিকদের তরফে বিক্ষোভ তুলে নেয়ার আর্জি জানানো হলেও বিজেপির দাবি, কোটি টাকা দুর্নীতির পরেও কিভাবে একজন তৃণমূল নেতা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করছে না?

ই-নিলাম তথা বিক্রয় নোটিশ
ক্যাম্পিল্যা বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত অধীন), কর্পোরেট ডেটর
(CIN : U51102WB1995PTC072597)
রেজি.অফিস : পি- ৬৫, বাঁশদ্রোণী পার্ক, ৪র্থতল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭০, ভারত
প্রধান অফিস ঠিকানা : মৌর্য্য সেন্টার-১, ফ্রাসার রোড, পাটনা, বিহার-৮০০০০১, ভারত
ই-নিলাম নোটিশ জামিনদত্ত এবং আর্থিক সম্পদ (এসএফএ) বিক্রির জন্য ২০১৬ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে।
তারিখ এবং সময় ই-নিলামের : ১৬/১২/২০২৫ বিকেল ৪ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত (আইএসটি) অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে।
রেজিস্টার্ড /প্রধান অফিসে নথি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ই-নিলামের তারিখের পূর্বে সকল ডাকদাতার ক্ষেত্রের এক বার নিলামের নির্ধারিত তারিখের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে নোটিশ দেওয়া সাপেক্ষে ৫ দিন পূর্বে যেকোনও দিন।
উপযুক্ততার নথি এবং ইএমডি দাখিলের তারিখ : ১৩/১২/২০২৫

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে , **ক্যাম্পিল্যা বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত)** শেয়ার বিনিয়োগ বিক্রির জন্য একটি অংশ লিকুইডেশন এস্টেট লিকুইডেটর কর্তৃক -মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২১ বিক্রি করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে’।
নিম্নোস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি সম্পাদিত হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com/অনলাইনের মাধ্যমে। বিক্রয় অধীন সম্পদের মূল বিস্তারিত :

ক্রম নং	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদের বিস্তারিত	স্থান		সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (পরিমাণ টাকায়)
১.	‘যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে’ কর্পোরেট ডেটরের বিনিয়োগ (এসএফএ) বিক্রি।	পি-৬৫ বাঁশদ্রোণী পার্ক, ৪র্থতল,কলকাতা -৭০০০৭০ এবং মৌর্য্য সেন্টার-১, ফ্র্যাসার রোড,পাটনা -০১।			
I	বিনিয়োগ গ্রহণকারী কোম্পানির নাম, অতালিকাভুক্ত/অনুল্লিখিত ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ:	শেয়ার সংখ্যা।	শেয়ারের প্রাথমিক মূল্য (টা.)	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	ইএমডি (টা.)
ক)	ইউরেকা ট্রান্সপোর্টস অ্যান্ড ট্রেডার্স প্রা লি.	২৯৫,০০০	১০.০০	২,৯৫,০০০	২৯,৫০০
খ)	এভারগ্রিন এজেন্সিজ প্রা লি.	১০০,০০০	১০.০০	১,০০,০০০	১০,০০০
গ)	ইন্দো বর্মা এজেন্সিজ প্রা লি.	৫৮১	১০০.০০	৫,৮১০	৫৮০
II	অতালিকাভুক্ত/অনুল্লিখিত প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহ :				
ক)	আয়ুষ কমার্শ প্রা লি.	৯৭,২০০	১০০.০০	৯৭,২০০	৯,৭২০
খ)	এভারগ্রিন এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড	৭৭,০০০	১০০.০০	৭,৭০০	৭৭,০০০
	মোট	৫,৬৯,৮৭১		৫,৭৫,০১০	৫৭,৫০০

সম্পদের আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট ৫ দেখুন নিলাম নথিতে উক্ত ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
সম্ভাব্য ডাকদাতারা বায়না জমা দাখিল করবেন (ইএমডি) এবং উপযুক্ততার নথি দাখিল করবেন ব্যাঙ্ক নেট অকশন প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ১৩.১২.২০২৫ তারিখের মধ্যে। ডাকদাতারা আইবিসি এর ধারা ২৯এ অধীনে কোনও অনুপযুক্ততার কারণাধীন নন এমন পরিবর্ধিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঘোষণা করবেন এবং কোনও কারণে কোনও ক্ষেত্রের তাদের অনুপযুক্ততা পরিলক্ষিত হলে বায়না জমা (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত হবে।
ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় হালনাগাদ সহ(যদি কিছু থাকে) বিস্তারিত নিয়ম এর জন্য আগ্রহী ডাকদাতা(গণ) ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি দেখতে পারেন সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য এবং নথি সম্পদের তথ্য পাওয়া যাবে **https://baanknet.com/** ওয়েবসাইটে **‘বিডার’** হিসেবে নথিভুক্তির পর, ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে : https://ibbi.baanknet.com/eauctionibbi/home. আপনারা লগ ইন করতে পারেন।
ই-নিলাম সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন মোবইল : ৮২৯১২২০২২০, ই-মেল : **support.baanknet@gmail.com** বা শ্রী শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য, skbhattacharjee90@gmail.com: মো : ৯৬০৯২৭৯৪৭৭ নম্বরে।

স্বা/- শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য,
IBBI Regn. No: IBBI/IPA-003/IP-N00092/2017-18/10892
লিকুইডেটর ক্যাম্পিল্যা বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত)
যোগাযোগ, ঠিকানা : গ্রীন ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট-আই-০০১, ২৭/১, বি.টি. রোড, কামারহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৮, **ID: skbhattacharjee90@gmail.com:** মো : ৯৬০৯২৭৯৪৭৭
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.১২.২০২৫

২৮ ডিসেম্বর শুরু রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২৮ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে পুরুলিয়ার বিখ্যাত রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৫-২৬। আজও হীরক রাজার দেশ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের জন্য প্রহর গোনে মানুষ। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সত্যজিৎ রায় মঞ্চে ২০তম ২০২৫-২০২৬ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের প্রথম প্রস্তুতি সভাটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবিবার। এদিন সভায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিন উৎসব কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয় নতুন মেলা কমিটি। পুণরায় মেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি। মেলা কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে। সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়েছে বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক রাজীব লোচন সরেনকে। কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন রঘুনাথপুর পৌরসভার কাউন্সিলর প্রণব দেওঘরিয়া। এছাড়াও মেলা পরিচালনার জন্য সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরেও পাঁচ দিন ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১লা জানুয়ারি ২০২৬ পাঁচদিন ব্যাপী চলবে এই উৎসব। এবার ২০তম বর্ষে পদার্পণ করবে এই মেলা। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার মেলা নিয়ে প্রশাসন ও উৎসব কমিটি অনেকটাই বেশি আগ্রহী।

মূলত চারটি বড় পাহাড় নিয়েই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহর লাগোয়া জয়চণ্ডী পাহাড় আপামর পর্যটকদের মন টানে। তাই পর্যটকদের মুখে শোনা যায় চলো যাই ‘হীরক রাজার দেশে’ জড়চণ্ডী পর্যটন উৎসবে।

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **৬৫,৪৭,৫১২.৩৫/- টাকা (পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত বারো টাকা ও পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “ যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে যা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার) -এর পাওনা আছে **মেসার্স ভিসা ইন্টারন্যাশনাল, শ্রী বিনীত চৌধুরী, শ্রী অনিল কুমার চৌধুরী** এবং **শ্রীমতী সরোজ চৌধুরী** -এর থেকে। রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে । সম্পত্তির পরিদর্শন ১২-১২-২০২৫-তারিখে উপলব্ধ নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী।

লট নং	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়ভার	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
১.	ইট দ্বারা নির্মিত পাকা স্বয়ংস্পূর্ণ ‘অফিস’ নং ১১৪ (নতুন) পূর্বে ৩৩), যা ১ম ফ্লোরে অবস্থিত। এর পরিমাপ প্রায় ১৭৪ বর্গফুট কমবেশি এবং এর সাথে নীচের জমির ও সাধারণ এলাকার অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ সহ উক্ত প্রেমিসেস নং ২বি, গ্র্যান্ট লেন, থানা ও পোস্ট অফিস - বউ বাজার, কলকাতা - ৭০০ ০১২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৪৬-এর মধ্যে অবস্থিত, এর সুবিধাধিকার অন্তর্ভুক্ত। ***সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমতী সরোজ চৌধুরী-র নামে ২০০৮ সালের ডিড নং ৬১১৬-এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।	নেই	৩৬,৫৪,০০০/- টাকা (ছত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)	৩,৬৫,৪০০/- টাকা (তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত টাকা মাত্র)
২.	ইট দ্বারা নির্মিত পাকা স্বয়ংস্পূর্ণ ‘দোকান’ নং ১৪, যা গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। এর পরিমাপ প্রায় ১১০ বর্গফুট কমবেশি এবং এর সাথে নীচের জমির ও সাধারণ এলাকার অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ সহ উক্ত প্রেমিসেস নং ২বি, গ্র্যান্ট লেন, থানা ও পোস্ট অফিস - বউ বাজার, কলকাতা - ৭০০ ০১২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৪৬-এর মধ্যে অবস্থিত, এর সুবিধাধিকার অন্তর্ভুক্ত। ***সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমতী সরোজ চৌধুরী-র নামে ২০১২ সালের ডিড নং ৫৯৩৪ -এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।	নেই	৩০,৮০,০০০/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)	৩,০৮,০০০/- টাকা (তিন লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র)

নিলামের তারিখ এবং সময়	৩০-১২-২০২৫, (সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বেলা ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইন বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৯-১২-২০২৫
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	৫০,০০০/- টাকা মাত্র
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	১২-১২-২০২৫ (সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বেলা ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিশদ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ই-মেইল: rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.indusind.com বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.bankeauctions.com -এ দেওয়া লিঙ্ক দেখুন

সারফেইসি আইনের বিধান/বন্দোবস্তের অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারগণ এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের এতদ্বারা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিতভাবে তাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধকটি মুক্ত করার একটি শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুযায়ী।
তারিখ: ২৪.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনিতে পরীক্ষা দিতে এসে আটক ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় পানাগড়ে বায়ুসেনা ছাউনিতে। অর্জন সিং এয়ারফোর্স স্টেশনের মধ্যে তিন দিন ধরে চলা এই ভর্তি পরীক্ষার রবিবার ছিল দ্বিতীয় দিন। কড়া নজরদারিতে চলে পরীক্ষা। পরীক্ষাকেন্দ্রে ভিতরে কোনও ধরনের ইলেকট্রনিক্স-এর জিনিস, ঘড়ি, বেল্ট সব কিছু নিষিদ্ধ করা হয় আগে থেকেই।পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে ছবি তোলার বিষয়েও মাইকে বারবার পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করা হয় বায়ু সেনার পক্ষ থেকে। প্রতিদিন হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা পরীক্ষার্থী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে হাজির হন পানাগড়ে। রাস্তায় যাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটে তাই

আগে থেকেই বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয় কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে। এবং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে যাতে কোনওরকম সমস্যায় পড়তে না হয় তাই পানাগড়ের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন থাকেন ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা। পাশাপাশি কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ মোরগুলিতে মোতায়েন থাকেন। সকাল থেকেই পানাগড় বায়ু সেনা ছাউনির সামনে পুলিশের পক্ষ থেকে খোলা হয় হেল্প ডেস্ক। সেখানে সকাল থেকেই উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ ও কাঁকসার ট্রাফিক গার্ডের এসিপি রাজকুমার মালাকার, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি অনুপ কুমার হাতি-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। প্রতিদিন তিনটি ভাগে পরীক্ষা হয়।

রবিবার পরীক্ষা দিতে এসে নথিপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর মিল না থাকায় এবং কয়েকজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম উদ্ধার হওয়ায় তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়নি। সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের কাঁকসা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন ৬ জনকে বায়ু সেনা ছাউনির আধিকারিকরা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, কেউ আসেন শিলিগুড়ি থেকে, আবার কেউ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা-সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সকলেই জানিয়েছেন, পানাগড় বায়ু সেনা ছাউনিতে পরীক্ষা দিতে এসে তাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। কারণ পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সব রকম সুবিধা যেমন করা হয়। তেমনই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় প্রশাসনের যথেষ্ট সহযোগিতা পান তাঁরা। ফলে তাঁদের পরীক্ষা দিতে এসে কোনওরকম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে না। তাই বাংলায় এসে বাংলার প্রশাসনের ব্যবস্থাপনা দেখে খুশি ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। সোমবারও প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে হয় পরীক্ষা।

রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে সাংসদের স্লোগান ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের স্লোগান ঘিরে বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে। তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় বলেন, 'রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে। এটি মিতালী বাগ ফেসবুক লাইভ করেছেন। আর সেই বার্তাটি কাট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। যা নিয়ে উভয়ের মধ্যে তুমুল তরজা শুরু হয়েছে।' যদিও মিতালী বাগ ফোনে বলেন, 'সবাই জানেন আমরা ওদের মন্ত্রীর কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। আর সেখানেই আমরা আন্দোলন করছি। বিজেপির কাজ নেই বলে এসব করে বেড়াচ্ছে।'

উল্লেখ্য, শনিবার আরামবাগের মায়াপুর থেকে রামমোহন মেমোরিয়াল পর্যন্ত একটি বাইক মিছিলের আয়োজন করে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন। এই কর্মসূচিতে যোগ দান করেছিলেন তৃণমূলের আরামবাগ জেলা সাংগঠনিক সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দী, আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ। আর সেখানেই আন্দোলনের পূর্বে মিতালী বাগ এই স্লোগান দেন। আর সেটি ফেসবুক লাইভ করা হয়। সেটাই কাট করে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ভাইরাল করেন সমাজমাধ্যমে। খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'চোরের মায়ের বড় গলা। এরা কারা। রাম মোহনের বিরুদ্ধে এদের যেন ভালোবাসা উথলে উঠছে। কী মন্তব্য করছেন দেখুন। এসব তৃণমূলই পারে। ভুল করে আবার গলা ফাটাতে। একজন সাংসদের কী ধরনের উক্তি? তিনি আবার শিক্ষক সংগঠনের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। লজ্জা নেই। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।' মিতালী বাগ সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'সবাই জানে যে আমরা সেই মন্ত্রীর কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে আন্দোলন

করছি। সেখানে কেউ কাট করে আমার বক্তব্যকে বিকৃত করেছে। আর বিজেপির কাজ নেই, এসব করে বেড়াচ্ছে। স্লিপ অফ টাং হতে পারে। সেটা নিয়ে এসব করছে বিজেপির ওই ব্যক্তি।' রবিবার পালটা খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সাংসদের এই স্লোগানের প্রতিবাদে বাইক মিছিল করেন। বাইক মিছিল শেষে তিনি রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা জানান।

চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু, মালদায় গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। মালদা ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার সংলগ্ন এলাকার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় চোর সন্দেহে সংশ্লিষ্ট বাজারের লোকজন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহিষমাটি এলাকার বাসিন্দা সামজান শেখকে (৩৫) বেধড়ক মারধর করে। মেরে তাঁর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসা চলাকালীন ওইদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবার এবং প্রতিবেশীদের অভিযোগ, সামজান শেখ এলাকায় ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত। মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় একটি মুরগির দোকান রয়েছে তাঁর। সামজানের এক ছেলে ও মেয়েও রয়েছে। বাবা মৃত্যুর পর তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিল গোটা পরিবার। চুরি না করেও তাঁকে চোরের অপবাদ দিয়ে মারধর করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মৃতের পরিবার। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃত সামজানের স্ত্রী কাইফা খাতুন ইংরেজবাজার থানায় গণপিটুনির দিয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম পিণ্টু মণ্ডল, সুজন ঘোষ এবং দেবাশিস ঘোষ। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল থেকেই ওই ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে বাজারে ঘোরাফেরা করছিল বলে অভিযোগ। এরপর সন্ধ্যায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের সবজি আড়তে পরপর তিন ব্যবসায়ীর নামিদামি মোবাইল চুরি করে ওই ব্যক্তি বলে অভিযোগ। আর সেই সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যান তিনি। হাত-পা বেঁধে ওই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাতেই জখম হয়ে পড়ে সামজাম। অন্যদিকে, মৃতের স্ত্রী কাইফা খাতুন বলেন, 'আমাদের বাড়ির সামনেই স্বামীর ছোটখাটো মুরগির দোকান রয়েছে। এতেই আমাদের সংসার চলে। ও কেন কারোর মোবাইল চুরি করতে যাবে। আমার স্বামী ওইদিন বিকালে ফল ও সবজি বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। ওকে ছিনতাইকারি অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে বাজারের কয়েকজন। এই ঘটনায় ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজারের সবজি মার্কেটের একাংশ যুক্ত রয়েছে। সেই বাজারের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' মৃতের এক দাদা রমজান শেখ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ভাই দেশী ও পোল্ট্রি মুরগি বিক্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ও কিসের জন্য সবজির আড়তে গিয়ে মোবাইল চুরি করতে যাবে। সম্পূর্ণভাবে ওকে ফাঁসানো হয়েছে।' যদিও এ প্রসঙ্গে ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির কর্মকর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছে। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, মৃতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই বাজার সংলগ্ন এলাকার সিসি টিভির ফুটেজ দেখে বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ইসিএলের কয়লা উত্তোলক সংস্থাকে কার্যালয় খুলতে বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: খনি সংস্থা ইসিএলের কাজোরা এরিয়ার মধুজোড় কোলিয়ারি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। খনিটির নিচে এখনও মজুদ রয়েছে বিপুল পরিমাণ কয়লা। মজুদ কয়লা তোলার জন্য খনিটি পরিচালনার বরাত পেয়েছে একটি বেসরকারি কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থা। অন্যদিকে খনিটি পুনরায় সচল করার ব্যাপারে সংস্থার কাছে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে 'অন্ডাল কৃষি জমি জীবন জীবিকার রক্ষা সমিতি' নামে স্থানীয় জমির মালিকদের সংগঠন। রবিবার বন্ধ থাকা মধুজোড় কোলিয়ারি চত্বরে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা একটি কার্যালয় খোলার তোড়জোড় করে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় জমি মালিকদের সংগঠনের সদস্যরা। তারা সংস্থার প্রতিনিধিদের কার্যালয় খুলতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। বাধা পেয়ে সংস্থার প্রতিনিধিরা সেখান থেকে চলে যায়। জমি মালিকদের সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল পাল, সম্পাদক তপন মুখার্জিরা বলেন, মধুজোর কোলিয়ারি তৈরি হওয়ার সময় এলাকায় জমি অধিকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ৩২ জন জমিদাতা এখনো চাকরি পায়নি। খনিটি পুনরায় পরিচালনা করার দায়িত্ব যে বেসরকারি সংস্থা পেয়েছে তারা জমির মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি ক্রয় না করে দালাল নিয়োগ করেছে। বকেয়া ৩২ জনের চাকরি, মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি ক্রয়ের শর্ত পূরণ না করেই নতুন সংস্থা কাজ শুরুর তোড়জোড় করছে। সেই কারণেই কার্যালয় খুলতে বাধা দেওয়া হয় বলে জানান তাঁরা। যদিও এদিনের বাধাদান প্রসঙ্গে ইসিএল অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চাকরি প্রতারণায় গ্রেপ্তার সিভিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জেলা পরিষদে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ঝাড়গ্রাম পুলিশ জামবনি থানার মুড়াকাটি গ্রাম থেকে দিপেন্দু পাল নামে জামবনি থানায় কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার লোয়াদা অঞ্চলের মানখন্ড গ্রামের বাসিন্দা অমিত কলের স্ত্রী পিঙ্কি মিদ্যা কলকে জেলা পরিষদে গ্রুপ ডি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পর সরকারি নথি জাল করে, ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে ১লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা নেয়। অভিযুক্তকে রবিবার গ্রেপ্তার করার পর ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, ডেবরা থানার লোয়াদার মানখন্ড এলাকার বাসিন্দা অমিত কল এই বছর মার্চ মাসে পথশ্রী প্রকল্পের কাজের সুপারভাইজার হিসেবে জামবনি থানার মুড়াকাটি গ্রামে আসার পর নীলকান্ত পালের বাড়িতে ভাড়ায় ছিলেন। বাড়িওয়ালার সিভিক ভলান্টিয়ার ছেলে দিব্যেন্দু পাল, সরকারি একাধিক জাল নথি দেখানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক বিভাগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কিছু 'প্রমাণ' দেখিয়ে অমিতকে তাঁর স্ত্রী পিঙ্কি মিদ্যা কলের জেলা পরিষদে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি করে দেবেন বলে আশ্বস্ত করে এবং দেড় লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই অনুযায়ী ১৪ মার্চ কল দম্পতি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা দিব্যেন্দুকে দেয়। কয়েকদিন পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেল আইডি থেকে পিঙ্কি মিদ্যাকলের মেলে ইন্টারভিউ লেটার পাঠানো হয়। ২০ মার্চ অভিযুক্ত দীপেন্দু-সহ কয়েকজন কল দম্পতিকে নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর কল দম্পতিকে সরকারি লোগোযুক্ত দপ্তরের প্যাডে নিয়োগ পত্র দেখানো হয়। এরপর ফের টাকা দাবি করলে ২৭ মার্চ জনৈক সাবিনা বিশ্বাসের অ্যাকাউন্টে ফের ১৩ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হন কল দম্পতি। এরপর সেই নিয়োগপত্র নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদে গেলে জানতে পারেন তাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। জেলা পরিষদ থেকে পরিষ্কার জানানো হয়, এটি পুরোপুরি একটি প্রতারণা চক্র। সরকারিভাবে কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু নেই। এরপর কল দম্পতি জামবনি থানায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার দিব্যেন্দু পালের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়। এই প্রতারণা চক্রে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার দিব্যেন্দুর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে পুলিশ তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

আশ্রমে জন্মদিন পালন খুদের

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

বাবা মায়ের ইচ্ছে ছিল বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সন্ধ্যা বেলায় জমকালো অনুষ্ঠান করে ছেলের জন্মদিন করার। ৫ বছরের ইভান-এর ইচ্ছে বন্ধু-বান্ধবরা তো থাকবেই, কিন্তু বাড়ির মধ্যে নয়-আশ্রম প্রাঙ্গনে। বাড়ি থেকে ছেড়ে আশ্রমের মধ্যে পড়াশোনা করা দাদাদের সঙ্গেই একসঙ্গে বসে খাবে সে, পালন হবে জন্মদিন। ছেলের ভাবনায় খুব খুশি হয়েছেন প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী জয়দীপ সেন। খুশি মা রূপা সেন, ঠাকুমা চায়না সেনও। পরেরদিনই সিউড়ি লালকুঠি পাড়া প্রণবানন্দ পল্লির ভারত সেবাশ্রমে মহারাজদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

সেখানেই প্রায় ৮০ জন আবাসিক পড়াশোনা করেন। ছাত্রদের অধিকাংশই আদিবাসী। ২৩ নভেম্বর রবিবার সকালেই পরিবারের সকলের সঙ্গে কেক, মিষ্টি আর শীতের মরসুমে সকল ছাত্রদের জন্য সোয়েটার নিয়ে হাজির খুদে ইভান। দিদি ঐশিকার সাথে হাত লাগিয়ে নিজেও তুলে দেয় সোয়েটার। দুপুরের সোনা মাখা রোদে আশ্রমের মাটিতে বসেই খাওয়া দাওয়ায় নজরদারি চালায় বার্থডে বয়। শুধু তাই নয় পরিবারের পক্ষ থেকে ছেলের জন্মদিনে নগরীর ছবিলার স্বপ্নপুরী বৃদ্ধাবাস, সিউড়ি পুরসভার পরিচালনায় অনিকেত আবাসিক হোম, এবং আশাশক্তি সদন-এর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয় দুপুরের খাবার। ছোট্ট ছেলের জন্মদিনের এমন ভাবনায় খুশি মহারাজ-সহ আমন্ত্রিত অতিথিরাও। আর বার্থডে বয় আধো আধো গলায় বলে 'সামনের বছর আবার আসবো এখানে।'

রাজ্যে বিএলওদের আত্মহত্যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একহাত কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'বিএলওদের ওপর অসম্ভব চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যার ফলে এখনও পর্যন্ত ৪৩ জন এফেক্টেড হয়েছে। যেভাবে নির্বাচন কমিশন চাপ দিয়েছে। যার মধ্যে ২০ জন আত্মহত্যা করেছে। ১৪ জন মারা গেছে। ৩ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।' নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কল্যাণ আরও বলেন, 'বিএলওদের ওপর অসম্ভব চাপ দেওয়া হয়েছে। সারাদিন তাদের ফর্ম বিলি করতে হচ্ছে, তারপর ফর্ম কালেকশন করতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান রাজ্য। গ্রাম বাংলার চাষিরা এখন মাঠে রয়েছে। তাদের ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। বিএলও'রা সেই ফর্ম জোগাড় করে আপলোড করতে যাচ্ছেন কিন্তু করতে পারছেন না, কোনও নেটওয়ার্ক নেই। বেশিরভাগই মধ্যবয়সী মানুষ বা তার উপর তাঁরা এই ধরনের কাজে অভ্যস্ত নন। কোন ওয়াইফাই-এর ব্যবস্থা করেনি নির্বাচন কমিশন। একটা অসম্ভব জায়গায় চলে গেছে। চারিদিকের অবস্থা খুবই করুন।' কল্যাণ আরও বলেন, 'প্রচুর ভোটার যাদের ২০০২-এ নাম ছিল না পরবর্তীকালে এসেছে। তাঁদের বাবা-মা মারা গেছে, বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতো এখন তাঁদের বাবা মায়ের এপিক কার্ডের নম্বর পাবে কোথায়। একটা অবাস্তব প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। দুটো দিকে ভীতি সঞ্চার করা হচ্ছে। একটা বিওলদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে, আর যারা বৈধ ভোটার তাঁদের। যারা বিএলও আছে তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয় পেয়ে তারা আত্মহত্যা করছেন, মারা যাচ্ছেন, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আমি নির্বাচন কমিশন কে বলবো আপনি দিল্লিতে ঠাণ্ডা ঘরে বসে না থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরুন। ঠাণ্ডা ঘরে বসে অনেক জ্ঞান দেওয়া যায়।' অন্যদিকে, রাজ্যপালকে নিয়েও মন্তব্য করতে ছাড়েননি তৃণমূল সাংসদ। বলেন, '২০২৬-এই রাজ্যপাল বিজেপি'র বার্ডেন হয়ে যাবে। কেউ যদি অনুপ্রবেশ করে থাকে, তার ব্যর্থতা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর।' কল্যাণের আরও বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ কখনও বাইরের নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। গতবার নির্বাচনে ৩০০ জন এমপি ঘুরেছিল ৩০-৩৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘুরেছিল ফল কী হয়েছিল? পশ্চিমবঙ্গে এসে বাইরের স্টেটের লোক দাদাগিরি করবে, বাংলার মানুষ কখনো মানবে না। বাংলার মানুষ ভোটের দিয়ে বুঝিয়ে দেবে ইভিএমে। অমিত শাহ যতবার আসবে, তত বেশি জিতব আমরা।'

গোলাহাটে চলল গুলি, জখম একাধিক, চিকিৎসাধীন ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গুলি চলায় শনিবার চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমানের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলাহাটে। গুলি চলার পাশাপাশি বিবাদমান দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হয়। তাদের মধ্যে দু'জনকে ভর্তি করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে আছেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের মামা শানে আলম। তিনি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

মাস খানেক ধরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলাহাটে একটি পুকুর ভরাট নিয়ে বিবাদ চলছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। শিল্পপতি সাবির আলি বাড়ির ভিতরে থাকা একটি পুকুর রাতারাতি বুজিয়ে নিচ্ছে। এই নিয়ে কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই অশান্তি হয় সাবির আলির লোকজনের। কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের অভিযোগ, পাড়ায় পার্টি অফিসে মিটিং চলছিল। মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাবির আলির মেয়ে, ছেলে-সহ বেশ কয়েকজন অর্তকিতে আক্রমণ করে। হামলায় তাঁর মামা শানে আলম ও শেখ ফিরোজ জখম হয়। অন্যদিকে সাবির আলির মেয়ে শবনম শাহির পালটা অভিযোগ, 'কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের লোকজন জড়ো হয়ে তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তারা এক দেড়শো লোক ছিল। আমাদের বাড়ির একটি দরজা ভেঙে ঢুকে যাচ্ছিল। তখন নিরুপায় হয়ে বাড়িতে থাকা নিরাপত্তা কর্মী তার লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক থেকে এক রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। আর তাতেই তারা ভয় খেয়ে পালিয়ে যায়।' রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকা জখমদের দেখতে যান বিধায়ক খোকন দাস। ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ যায় গোলাহাটে। ঘটনায় বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে রবিবার আদালতে পেশ করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গলসিতে সাপের কামড়ে ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: বাড়িতে ছাত্রীকে কামরায় বিষধর সাপ। সেই অবস্থায় কাউকে কিছু না জানিয়ে স্কুলে যায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। সেখানে গিয়ে অসুস্থতা বোধ করায় সন্দেহ হয় শিক্ষকদের। তড়িঘড়ি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয় নি। বেঘরে প্রাণ গেল এক ছাত্রীর। ঘটনাকে ঘিড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় গলসিতে। জানা গিয়েছে,গলসির মিঠাপুর শ্রী দুর্গা হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরতা কবিতা বাউড়ি ওরফে রিমির বাড়ি মিঠাপুর ভাঙা বাঁধে। বাবা খোকন সরদার ও তার মা দিনমজুর। বাবা মা'র নির্দেশ মতো তাদের অনুপস্থিতিতে স্কুলে যাওয়ার আগে ঘরে নাতা দিতে গিয়ে বিষধর সাপের কামড় খায় কবিতা। বিষয়টা গোপন রেখে যথারীতি স্কুলে যায় কবিতা। রাস্তায় সাময়িক অসুস্থতা অনুভব করে।স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থতার মাত্রা বাড়তে থাকলে তা শিক্ষকদের নজরে আসে এবং তখন তার সর্পদংশনের বিষয় শিক্ষকরা ওয়াকিবহাল হন। তৎক্ষণাৎ শিক্ষকরা একদিকে কবিতাকে হসপিটালে নিয়ে যান এবং অন্যদিকে বাড়ির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আদ্রাহাটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুক্ষণ চিকিৎসা করার পর বর্ধমানে কবিতাকে রেফার করার কথা বললেও শেষ রক্ষা হয় না। কবিতা ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পুরো ঘটনায় বিদ্যালয়ে এবং গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। সকলের একটাই আফসোস যদি আরও আগে বিষয়টি জানা যেত তাহলে যথাসময়ে চিকিৎসা হতো এবং হয়তো কবিতা বেঁচে যেত।

সিলামপুরে অনুষ্ঠিত গ্রাম বাংলা প্রিমিয়ার লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তিন দিন ধরে চলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। কাঁকসা ক্রিকেট ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে আইপিএলের ধাঁচে গ্রামবাংলা প্রিমিয়ার লিগের আয়োজন করা হয় কাঁকসার সিলামপুরের কাটাবাগান ফুটবল ময়দানে। আটটি দলকে নিয়ে শুরু হওয়া এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রবিবার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন খেলার সূচনা করতে আসেন বাংলা টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিয়া মুখার্জি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ও সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এছাড়াও ছিলেন কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তা, ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল,

কাঁকসার আইসি প্রসূন খাঁ-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় এসে মাঠে নেমে জনপ্রিয় সিরিয়াল গীতা এলএলবি সিরিয়ালের ডায়লগ শুনিয়ে সকলের মন জয় করেন হিয়া। পাশাপাশি অত্যন্ত গ্রামে এসে এমন ধরনের খেলা দেখে তিনি অভিভূত হন। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান, সুভাষ মণ্ডল জানিয়েছেন, '২০১১ সালে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে প্রত্যন্ত গ্রাম গুলিতেও খেলাধুলার প্রবণতা বাড়তে থাকে। কাঁকসার সিলামপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই খেলা তারই উদাহরণ।' আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলী মির জানিয়েছেন, 'তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করতে তাঁরা এই খেলার উদ্যোগ নেন। গত তিনদিন ধরে চলা এই খেলা রবিবার শেষ হয়। রানার্স দলকে ৪০ হাজার টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এবং জয়ী দলকে ৬০ হাজার টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।'

হিমাচলে ফিরল উইং কম্যান্ডার নমনের মরদেহ, পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য

কাংড়া, ২৩ নভেম্বর: হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় নিজের শহরে ফিরিয়ে আনা হল দুবাইয়ের এয়ার শো-তে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভারতীয় যুদ্ধবিমান তেজসের পাইলট উইং কম্যান্ডার নমন স্যালের দেহ। রবিবার দুবাই থেকে উড়িয়ে প্রথমে তাঁর দেহাবশেষ আনা হয় তামিলনাড়ুর সুলুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। সেখানে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন দক্ষিণ এয়ার কম্যান্ডের আধিকারিকরা। তার পর তাঁর মরদেহ হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হিমাচলের কাংড়া জেলার বাসিন্দা নমন বায়ুসেনার দক্ষ পাইলট ছিলেন। দুবাইয়ের এয়ার শো-তে তেজসের কৃৎকৌশল প্রদর্শন করার ভার পড়েছিল তাঁর উপর। তিনিই যুদ্ধবিমান চালাচ্ছিলেন। গত শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় সময় ২টো ৮ মিনিটে বিমানটি ভেঙে পড়ে। মৃত্যু হয় নমনের। বায়ুসেনার তরফে বিবৃতি জারি করে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছিল। রবিবার বায়ুসেনা জানায়, পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় হিমাচল প্রদেশে উইং কম্যান্ডারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ইজরায়েলের ড্রোন-হামলায় গাজায় ফের বলি অন্তত ২৪

গাজা, ২৩ নভেম্বর: মিশরের রাজধানী কায়রোতে পৌঁছেছে হামাসের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল। ওই দল গাজায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও মার্কিন পরিকল্পনার পরিবর্তন নিয়ে মিশরীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। একই সময়ে উত্তর ও মধ্য গাজায় ইজরায়েলের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কমপক্ষে ২৪ জন মারা গিয়েছেন। আহত একাধিক। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হামাসের শীর্ষ কম্যান্ডারও। ইজরায়েল যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, রাফাহে হামাসের বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। উলটো দিকে, হামাস দাবি করেছে, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। এই ঘটনায় হাজার-হাজার মানুষ তেল আভিভের হোস্টেজ স্কোয়ারে জড়ো হয়ে বন্দি নিহতদের দেহ ফেরত

ভারত ছিল সমগ্র বিশ্বের বিশ্বগুরু: মোহন ভাগবত

লখনউ, ২৩ নভেম্বর: ভারত ছিল সমগ্র বিশ্বের বিশ্বগুরু, এমন মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। রবিবার উত্তর প্রদেশের লখনউয়ে এক অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, 'আমাদের দেশ ছিল সমগ্র বিশ্বের বিশ্বগুরু। ভারত ছিল বিশ্বের জন্য এক মহান ভরসা। ১০০০ বছর ধরে, ভারত আক্রমণকারীদের পায়ের তলায় পদদলিত হয়েছিল। আমাদের দাসত্বের অধীনে থাকতে হয়েছিল। ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা হয়েছিল।'

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত রবিবার লখনউয়ের জনেশ্বর মিশ্র পার্কে দিব্য গীতা প্রেরণা উৎসবে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, 'জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা করেছিল। এই সবই ছিল। তখনও ভারতবর্ষ ছিল। গৌরবের সেই দিনগুলি আর নেই। হামলার দিনও চলে গেছে। এখন রাম মন্দিরে ধ্বজ লাগানোর সময় এসে গেছে। তখনও ভারত ছিল; এখনও ভারত আছে।'

যোগী আদিত্যনাথ এই অনুষ্ঠানে বলেন, 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা হল ধর্মের প্রকৃত অনুপ্রেরণা। আর ধর্ম হল আমাদের সংস্কৃতিতে প্রকৃত জীবনধারা। আমরা কখনওই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করিনি এবং আমাদের কাছে আসা প্রত্যেককে সমর্থন করিনি। ভারত 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'-এর অনুপ্রেরণা দিয়েছে।'

আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ সূর্যকান্তর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: বিচারপতি সূর্যকান্ত সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। বিচারপতি সূর্যকান্ত হবেন দেশের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

হরিয়ানার হিসার থেকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় পদে উন্নীত হওয়া বিচারপতি সূর্যকান্তের গল্প খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। একজন সাধারণ পরিবার থেকে আসা এই বিচারপতি তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আবেগ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পা রাখেন। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন।

আইনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তাঁর যাত্রা সংগ্রাম, নিষ্ঠা এবং

ন্যায়বিচারের অঙ্গীকারে পরিপূর্ণ। ওকালতির ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার কারণে তিনি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ২০০৪ সালে তিনি একজন বিচারক নিযুক্ত হন এবং পরে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। তাঁর স্পষ্ট চিন্তাভাবনা, নিরপেক্ষ রায় এবং সুবিবেচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যায়।

ময়দান

বর্ষাপাড়ায় রানের বৃষ্টি! মুথুস্বামী-জানসেন ঝড়ে ব্যাকফুটে ভারত

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর: গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলতি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার সেনুরান মুথুস্বামী ও মার্কো জানসেনের জোড়া ইনিংস ভারতকে প্রথম থেকেই চাপে ফেলে দিল। তৃতীয় সেশনের শেষে ৪৮৯ রানে প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর ব্যাট হাতে নেমে ভারত দিন শেষ করল বিনা উইকেটে ৯ রানে। তবে ম্যাচে টিকে থাকতে এবং সিরিজ ড্র নিশ্চিত করতে হলে ঋষভ পন্থদের সামনে এখন দীর্ঘ রানের পাহাড় টপকানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ।

শনিবার ৬ উইকেটে ২৪৭ রান তুলে দক্ষিণ আফ্রিকা যে অবস্থানে ছিল তা আশাব্যঞ্জক হলেও ভয় পাওয়ার মতো ছিল না। কিন্তু রবিবার বাকি ৪ উইকেট হাতে রেখেই তারা আরও ২৪২ রান তোলে, যা ভারতীয় বোলারদের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিশেষ করে, টেলএন্ডারদের সামনে বল হাতে বুমরাহ ও কুলদীপরা একপ্রকার অসহায় হয়ে পড়েন। শেষ তিন উইকেটেই দক্ষিণ আফ্রিকা তোলে ১৫৫ রান- এমন দৃশ্য হোম কন্ডিশনে ভারতের ক্ষেত্রে খুবই বিরল। পুরো দিনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অলরাউন্ডার সেনুরান মুথুস্বামী। সাত নম্বরে নেমে ২০৬ বল ধরে খেলতে খেলতে তিনি তুলে ফেলেন ব্যক্তিগত প্রথম টেস্ট শতরান (১০৯)। দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনমতো আক্রমণ করে দলের রানের গতিকে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি। ১০টি চার এবং ২টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস প্রোটিয়াদের প্রবল দৃঢ়তা এনে দেয়।

শুরুতে কাইল ভেরেন (৪৫) এবং পরে মার্কো জানসেনকে সঙ্গী করে বিপর্যয় ঠেকান মুথুস্বামী। ভেরেনের ইনিংসেও ছিল ৫টি চার। জানসেনের ব্যাটিংও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম টেস্ট শতরান হাতছাড়া হলেও মাত্র ৯১ বলে ৬টি চার ও ৭টি ছক্কায় ৯৩ রানের আগ্রাসী ইনিংস দলকে নিরাপদ লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। কুলদীপ যাদবের বলে আউট না হলে হয়তো শীর্ষ স্কোরারও হতে পারতেন জানসেন। শেষদিকে কেশব মহারাজ অপরাজিত থাকেন ১২ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ পাঁচ ব্যাটার মিলিয়ে করেছেন ২৬৪ রান; যা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং হোম দলের ড্রেসিংরুমে চাপ বাড়িয়ে দেয়।। ভারতের পক্ষে বোলাররা এদিন একেবারেই ছন্দে ছিলেন না। বুমরাহ এবং কুলদীপ উইকেট পেলেও ইনিংসের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরা ধার হারান। লোয়ার অর্ডারের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে পারেননি কোনও পেসারই।

শেষ ম্যাচে হেরে এএফসি থেকে বিদায় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্নভঙ্গ। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ লাল-হলুদের মহিলা বাহিনী। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে গেলে প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফকে হারাতে হত। নাসাফের বিরুদ্ধে ০-৩ গোলের ব্যবধানে হার স্বীকার করল ইস্টবেঙ্গল। শেষ দুটি গ্রুপ ম্যাচে দরকার ছিল মাত্র এক পয়েন্ট। কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে পারলে ইতিহাস গড়ত ইস্টবেঙ্গল। ভারতের প্রথম কোনও ক্লাব হিসেবে এই রেকর্ড গড়ত।

ম্যাচের ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় নাসাফ। ডান দিক থেকে বক্সে ঢুকে গোল করেন দিয়োরাখন খাবিবুল্লায়েভা। ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা অফসাইডের আবেদন করলে রেফারি 'ভার'-এর সাহায্য নিয়ে গোল নিশ্চিত করেন। প্রথমার্ধের শেষে ০-১ পিছিয়েই সাজঘরে ফেরে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্টবেঙ্গল খেলায় ফিরতে পারেনি। ৫২ মিনিটে জারিনা নরবোয়েভার গোলে ব্যবধান বাড়ায় নাসাফ। ম্যাচের একেবারে শেষলগ্নে (৯০+৭) মিনিটে খাবিবুল্লায়েভার গোলে ৩-০ করে উজবেকিস্তানের দল। প্রথম ম্যাচে ভালো শুরু করেও টানা দুই ম্যাচ হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল লাল-হলুদের মহিলা বাহিনীকে।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Road at D Block near House of Monoj Mukherjee, Sagarbhanga, under Ward No.- 29, Booth No.- 272, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/356(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956840_1 • Estimated Amount : 3,50,326.00/-
2) Name of the Work: Construction of Road at B Block (34/S to 44/R), Sagarbhanga, under Ward No.- 29, Booth No.- 272, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/356(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956840_2 • Estimated Amount : 4,86,173.00/-
3) Name of the Work: Repairing of Culverts from School to Graphite back side of Sagarbhanga, Ward No.- 29, Booth No.- 271, Borough No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/378(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956883_1 • Estimated Amount : 2,59,587.00/-
4) Name of the Work: Repairing of Drain at N-Block Sagarbhanga, under Ward No.- 29, Booth No.- 271, Borough No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/378(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956883_2 • Estimated Amount : 2,06,223.00/-
5) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Sagarbhanga, Pukur Par Basti, under Ward No.- 29 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/378(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956883_3 • Estimated Amount : 2,45,398.00/-
6) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light infront Abhinandan Marriage Hall, under Ward No.- 29 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/378(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956883_4 • Estimated Amount : 1,37,379.00/-
Last Date : 19th December 2025, up to 11:55 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1967/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of Bituminous road from Gabinda Sarkar House towards Arpan Das House in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S, Poling Station- 6, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,51,488.00
WBMAD/ULB/ RSM/1968/25-26 Dated 19.11.2025	Repairing & Upgradation of Covered slab on Drain from Pratap Ghosh house towards Ratan Karmokar's Bagan Bari in Ward No-26,Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-6, Proposal Sl No-6, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,81,159.00
WBMAD/ULB/ RSM/1969/25-26 Dated 19.11.2025	Repairing & Upgradation of drain from Tapan Das House towards Adhir Das house in Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 6, Proposal SL No- 7, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,02,517.00
WBMAD/ULB/ RSM/1970/25-26 Dated 19.11.2025	Repairing & Upgradation of road from h/o Nemai Mondal to H/O Biswajit Mondal and H/O Ratan Sarkar to Rakhal Ghosh link at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-156 (Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,49,002.00

Bid Submission end date: **19.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL Invites e-tender from eligible bidder regarding supply of different Aqua Culture Inputs. Details of which are appended below :-
NIT Details : **SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/ 28(e) to 30(e) Component: Ground Nut Oil Cake**
Bid submission start date 24.11.2025.
Bid submission end date 04.12.2025.
For details visit wbtenders.gov.in

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Drain from Pan Para to Tanti Para, under Ward No.- 28, Booth No.- 208, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/345(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_955907_1 • Estimated Amount : 2,69,845.00/-
2) Name of the Work: Construction of Concrete Platform at Chanditala, Durgamandir under Ward No.- 28, Booth No.- 208, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/345(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_955907_2 • Estimated Amount : 1,64,184.00/-
3) Name of the Work: Construction of 5 Nos. Concrete Road near Nutan Tanti Para under Ward No.- 28, Booth No.- 208, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/345(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_955907_3 • Estimated Amount : 5,26,131.00/-
Last Date : 18th December 2025, up to 12:55 pm Sd/- Executive Engineer
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1961/25-26 Dated 18.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Swapan Mondal to H/O Ananta Sardar at Ananda Pally in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S. Booth No.-48, (Proposal Serial No.-06)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,14,323.00
WBMAD/ULB/ RSM/1962/25-26 Dated 18.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Basudev Gayen to H/O Ashish Bhattachatya at Najrul Sarani in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S. Booth No.-48, (Proposal Serial No.-08)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,03,356.00
WBMAD/ULB/ RSM/1963/25-26 Dated 18.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Sovarani Mondal to H/O Susanta Jana at Khudiram Sarani in Ward No.- 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-48, (Proposal Serial No.-10) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,43,633.00
WBMAD/ULB/ RSM/1964/25-26 Dated 18.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Prasanta Das to H/O Swapan Das at Das Para in Ward No.- 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S. Booth No.-48, (Proposal Serial No.-11) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,59,346.00
WBMAD/ULB/ RSM/1921/25-26 Dated 14.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Shyamal Drs. towards Sangita haskar house via Nibedita Bhaban at Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 199, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,87,391.00

Bid Submission end date: **19.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Concrete Road near Sachin Baral's House to Purbapara at Ashis Nagar under Booth No.- 229, Ward No.- 39 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/347(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_955207_1 • Estimated Amount : 2,87,533.00/-
Last Date : 17th December 2025, up to 11:55 am
2) Name of the Work: Repairing of Drain from Bamacharan Halder House to Mithun Jowarder House and near Kalidas's House at Purbapara, Ashis Nagar under Booth No.- 229, Ward No.- 39 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/347(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_955207_2 • Estimated Amount : 2,37,880.00/-
Last Date : 17th December 2025, up to 11:55 am
3) Name of the Work: Construction of Bathing Ghat at Purbapara under Booth No.- 229, Ward No.- 39 Borough- 04 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/347(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_955207_3 • Estimated Amount : 5,13,388.00/-
Last Date : 17th December 2025, up to 06:59 pm Sd/- Executive Engineer
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1957/25-26 Dated 18.11.2025	Repairing & Upgradation of Road Protection Wall from H/O Biswanath Mahato towards Honda Garriage in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 01 (Proposal Serial No.-1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,79,140.00
WBMAD/ULB/ RSM/1958/25-26 Dated 18.11.2025	Repairing & Upgradation of Road Protection Wall from Hondai Garriage towards Burial Ground in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 02 (Proposal Serial No-1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,79,140.00
WBMAD/ULB/ RSM/1959/25-26 Dated 18.11.2025	Repairing & Upgradation of Road Protection Wall from Burial Ground towards Karuna Routh House in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 03 (Proposal Serial No-2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,79,140.00
WBMAD/ULB/ RSM/1960/25-26 Dated 18.11.2025	Repairing & Upgradation of Road Protection Wall from Lalgate towards Sugam Sabuj Apartment in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 07 (Proposal Serial No-1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,79,140.00
WBMAD/ULB/ RSM/1965/25-26 Dated 19.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Aloke Ganguly to Dipayan Ghosh at A.P.Nagar in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name- A.P.A.S., Booth No - 89 (Proposal Serial No - 04), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 8,92,960.00
WBMAD/ULB/ RSM/1966/25-26 Dated 19.11.2025	Repairing and Upgradation of road from h/o Basanti Singh to T.G link, Nabendu Das to R.G road link and H/O Swapan Sarkar to Sahapur road Link at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 156 (Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 5,34,530.00

Bid Submission end date: **19.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/798/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of concrete road from Bikas Majumder's House towards Basuram Halder's house at Khan Para Road Bye Lanein Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-196(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,12,289.00
WBMAD/ULB/RSM/799/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of concrete road from Bhombol Das's House towards Doly Bhattacharya's House at Khan Para Road Bye Lane in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-196(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,41,232.00
WBMAD/ULB/RSM/845/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Samir Bhattacharya towards Ranjon Halder house & from H/O Sankar Debnath towards Tapan Dutta house at Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 199, Proposal SL No- 1 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,128.00
WBMAD/ULB/RSM/846/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Shyamal Ghosh towards Manik Lal Ghosh house at Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 199, Proposal SL No- 2 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,97,862.00
WBMAD/ULB/RSM/897/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of drain from M.N Roy road Sahapur connecting to T.G Road connecting at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 154, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,33,083.00
WBMAD/ULB/RSM/898/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Making of R.C.C Slab from Shyam Sundor house to Guru Charan link at Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-154, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,84,332.00
WBMAD/ULB/RSM/899/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of concrete road from Nabin Chand Ghosh street link to Dilip Das house near Sunrise Club at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-154(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,29,407.00
WBMAD/ULB/RSM/900/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of WBM road from Mana Dir house to M.N Roy road at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 154, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,31,313.00
WBMAD/ULB/RSM/814/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O aninda babu towards nemai naskar house, at sardar para in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 197, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,128.00
WBMAD/ULB/RSM/815/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of Concrete road from h/o Biresh Sharma towards Sunil Sarkar house at Sardar Para at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-197, (Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,90,067.00
WBMAD/ULB/RSM/816/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of Concrete road from h/o Sunny Panda towards Hari Mondal house,at Sardar Para at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-197, (Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,30,904.00
WBMAD/ULB/RSM/861/25-26/ 2nd Call Dated 19.11.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Ramjan Khan towards H/O Kalu Mondal (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 3,20,954.38
WBMAD/ULB/RSM/857/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Anukul Biswas to H/O Biswajit Das (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 250 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,57,790.00
WBMAD/ULB/RSM/864/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Bapi Mondal to H/O Ramjan Mondal (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,32,664.56
WBMAD/ULB/RSM/863/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Construction of U.C. Ballah Pilling for Pond opposite to Sampriti Sangha,(Proposed SL No-05) at Booth No-252 of Ward No-32, Under Rajpur-Sonarpur Municipality within AC-151 Sonarpur Uttar.	Rs. 2,96,573.43
WBMAD/ULB/RSM/862/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Sajal Roy towards H/O Dipan Roy (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,48,927.00

Bid Submission end date: **20.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System with Replacement of Damaged Pole/Cable/Lights at a. Recol Park, b. Green Park under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/366(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956402_1 • Estimated Amount : 4,93,743.00/-
2) Name of the Work: Extension of Community Shed at Recol Park, Saheed Khudiram Sarani and Green Park, Booth No.-165, Ward No.- 22, Borough No.- 03, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/366(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956402_2 • Estimated Amount : 5,02,083.00/-
3) Name of the Work: Improvement of illumination with erection of Steel Tubular Poles, Supply of LED Street Lights, Armoured Cable and replacement of faulty Cable at 22 No Street Bengal Ambuja, under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/374(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956786_1 • Estimated Amount : 1,58,123.00/-
4) Name of the Work: Improvement of illumination with erection of Steel Tubular Poles, Supply of LED Street Lights, Armoured Cable and replacement of faulty Cable at the end of 3 No. Street, Bengal Ambuja, under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/371(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956816_1 • Estimated Amount : 1,50,318.00/-
5) Name of the Work: Repairing and Cleaning of Sewerage System at starting point of 3 No Street of Bengal Ambuja within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/371(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956816_2 • Estimated Amount : 87,827.00/-
6) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road of 27th Street opposite of Swastik Hospital and back side of Luxor Hotel within Ward No.- 22.
e-Tender No. : WBDMC/W/371(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956816_3 • Estimated Amount : 5,84,540.00/-
7) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole as Mini High Mast, UG PVC Armoured Cable and LED Street Light Fittings and replacement of nearby faulty Cable on Ground in front of Chaya Apartment Adjacent to Gitanjali Park, under Ward No.- 22.
e-Tender No. : WBDMC/W/371(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956816_4 • Estimated Amount : 1,72,094.00/-
8) Name of the Work: Renovation of Drain and Road at Nivedita Park, Booth No.- 177, Ward No.-26, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/364(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956909_1 • Estimated Amount : 7,71,376.00/-
9) Name of the Work: Construction of Drain near Baburbandh, Booth No.- 177, Ward No.- 26, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/364(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_956909_2 • Estimated Amount : 2,07,872.00/-
Last Date : 19th December 2025, up to 10:00 am Sd/- Executive Engineer
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/858/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Bikash Shikdar to H/O Sanjeev Mondal (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 250 of Ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,40,042.00
WBMAD/ULB/ RSM/859/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Narayan Chowdhury to H/O Tapu Das (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 250 of Ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,64,835.00
WBMAD/ULB/ RSM/860/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of Brick Pavement Road from H/O Jaydev Nandi to H/O Brijeswar Yadav (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 250 of Ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,10,752.00
WBMAD/ULB/ RSM/809/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of drain & 4 Nos Culvert near H/O Subal Dey towards h/o Sushanta Majumder, Manabendra Pal & Joyanta Dey in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-191, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 2,59,663.00
WBMAD/ULB/ RSM/810/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Construction of concrete road from h/o joydeep Acharya towards h/o Apu Biswas in Ward no-22,Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-191(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,69,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/811/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Construction of concrete road from h/oManabendra Pal towards Kishore Sangha Club in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 191(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,17,654.00
WBMAD/ULB/ RSM/812/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Construction of concrete road from h/o Tarak Saha towards h/o Swapan Bhattacharyee in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 191(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,33,872.00
WBMAD/ULB/ RSM/813/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of concrete road from h/o kanai pal towards madhai kanji house, at sardar para in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 197, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,64,950.00
WBMAD/ULB/ RSM/740/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Earth in filling at Kandakpur,Kadarhat & Kusumba IN WARD NO-07 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,40,282.00
WBMAD/ULB/ RSM/882/25-26/ 2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of Concrete Road With Drain from H/O Raju Shahu to H/O Sudhanna Sardar (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 141 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151, Sonarpur Uttar.	Rs.2,36,366.00

Bid Submission end date: **20.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

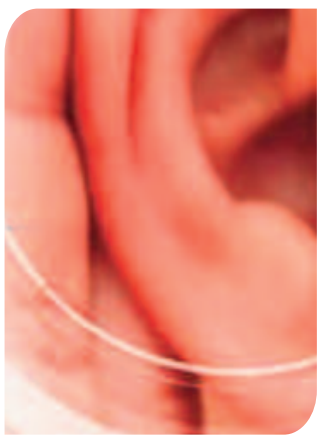

স্থূলতা বা মেদাধিক্য বা ওবেসিটি (Obesity) বর্তমান সময়ের এক নীরব ঘাতক

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

স্থূলতা একটি অতি পুষ্টি জনিত রোগ। একটা সময় ছিলো যখন আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। বর্তমানে বিজ্ঞানের শ্রম লাঘব যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে আমরা অল্প পরিশ্রমে দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সব কাজ করতে পারি। একসময় চাপা কলে আমাদের জল তুলে বা ইঁদারা থেকে কপিকলের মাধ্যমে পরিশ্রম করে প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেতো। এখন টেপ ওয়াটারের যুগ। নব সহজে ঘোরালেই জল পাওয় যায় । প্রথমে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে চাষ করা হতো তারপর এলো লাঙ্গল গরু দিয়ে চাষ করা। আর এখন যন্ত্রচালিত ট্রাক্টর এর সাহায্য কোনো পরিশ্রম ছাড়াই বিঘের পর বিঘে জমি চাষ করা হয়।এরকম অজস্র উদাহরণ আছে, যাতে মানুষের পরিশ্রম অনেক কমে গেছে। কিন্তু তার সাথে সাথে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে বেশ কিছু কম পরিশ্রম জনিত রোগে। তার মধ্যে অন্যতম হলো স্থূলতা বা ওবেসিটি।

সাধারণত দৈনন্দিন দিনের চাহিদা মতো খাদ্য গ্রহণ করে আমরা প্রয়োজনীয় ক্যালোরির প্রয়োজন মিটাই। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাদ্য গ্রহণ করলে অতিরিক্ত ক্যালোরি কোষে কোষে চর্বি হয়ে জমতে থাকে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ করলে পেশীর গ্লাইকোজেন ভেঙে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা মেটায়। এর ফল হলো দেহ শীর্ণকায় বা রোগা হয়ে যায়। তাই সঠিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন।

ফ্যাট থেকে শরীরে মেদ জমে। কিন্তু শরীরে ফ্যাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান। তাই সঠিক মাত্রায় প্রতিদিন ফ্যাট জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ফ্যাটই যতো গন্ডগোলের মূলে। সাধারণত পুরুষের দেহে ১৫ শতাংশ ফ্যাট থাকে এবং মহিলাদের দেহে ২৫ শতাংশ ফ্যাট থাকে। এই স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ শতাংশ ফ্যাট বা চর্বি বেশী থাকলেই তাকে স্থূলতা বা মেদাধিক্য বা ওবেসিটি বলে। এর পরিণাম মোটা হয়ে যাওয়া। কিন্তু সাধারণত খুব কম মানুষ আছেন যারা মোটা হওয়াটা নিয়ে চিন্তা করে থাকেন। আপনি তাদের প্রশ্ন করলে বলবে তাদের কোনো রোগ বা অসুবিধা নেই। কিন্তু এই ধরনের মানুষকে দেখা যায়, হয়তো কোনো এক মধ্য রাতে বুকের ব্যাথা নিয়ে জীবন বাঁচাতে কোন বড় কোনো নার্সিং হোমে ভর্তি হচ্ছেন। এবং বিভিন্ন প্যাথোলজিকাল টেষ্ট করে অনেক রোগের সন্ধান পাচ্ছেন। এটাকে বলে নীরব ঘাতক। অত্যাধিক মোটা মানুষ কখনোই দেখবেন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে আগ্রহী নয়, যতক্ষণ না কোন বড় অসুখে পড়ছেন। তারা সাধারণত অত্যন্ত মশলাদার খাবার পছন্দ করেন। তাছাড়া ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুডে তারা নিয়মিত আসক্ত। অত্যাধিক মোটা হওয়ার কারণে যা যা রোগ হতে পারে তার অন্যতম হলো ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপিণ্ড ঘটিত বিভিন্ন রোগ। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে প্রথমেই প্রয়োজন জীবন ধারার পরিবর্তন (life style change) ।

আপনি যদি চিকিৎসকের কাছে যান, তিনি বিভিন্ন রকম প্যাথোলজিকাল টেষ্ট দেবে এবং ওষুধ ছাড়াও তিনি বলবেন প্রতিদিন ১ ঘন্টা ঘাম জড়িয়ে সকাল বিকাল হাঁটতে । প্রাতঃভ্রমণ নিসন্দেহে উপকারী । কিন্তু তা ক'জন নিয়মিত কন্টিনিউ করতে পারে বলুন !

তাই আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদের তৈরী যোগ ব্যায়াম করে শরীরকে নীরোগ রাখা সম্ভব। কিন্তু শরীরের ফ্যাট বার্ন করার জন্য অনেকে জিমে যান, সাঁতার কাটেন , বিকেলে কোনো একটা খেলাধূলা করেন ইত্যাদি। কিন্তু এই কাজগুলি নিয়মিত করতে না পারলে তার উপকারিতা পাওয়া যবে না। কিন্তু এর সাথে যা খুবই প্রয়োজনীয় তা হলো খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা।

যোগ ব্যায়ামের সুবিধা হলো তা ঘরে বসে করা যায়। তারজন্য বাড়ির ছাঁদে, বারান্দায় বা ঘরের ভিতর যেখানে আলো-বাতাস এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা আছে,সেখানে একটা যোগা ম্যাট হলেই তা করা সম্ভব। যেতে হয়না রাস্তায়, প্রয়োজন নেই বড় খেলার মাঠের। তাই শুধু ওজন কমানো নয়, শরীরকে সুস্থ রাখা এবং নীরোগ রাখার সহজ এবং শ্রেষ্ঠ উপায় হলো যোগ ব্যায়াম।

তার আগে একটি সহজ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেই জেনে নিতে পারেন আপনার উচ্চতা অনুযায়ী আপনার আদর্শ ওজন কত হওয়া উচিত। পদ্ধতির নাম দেহভর সূচক। সকলের কাছে তা যে নামে পরিচিত, তা হলো B.M.I. (Body Mass Index)। অর্থাৎ দেহের উচ্চতা ও ওজনের অনুপাতে দেহের মেদের পরিমান নির্ণয়ের সূত্র। সূত্রটির মাধ্যমে আপনি নিজেই ঘরে বসে আপনার মেদের পরিমান নির্ণয় করতে পারেন। আপনি উচ্চতা (মিটার এককে) এবং ওজন (কিলোগ্রামে) মেপে ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করে আপনি স্কঞ্জজ. নির্নয় করতে পারেন । আপনার এই সূচকের পরিমাণ যদি ১৮.৫ থেকে ২৪.৯ এর মধ্যে থাকে, তবে আপনি স্বাভাবিক ওজনে আছেন। এর যত বেশী হবে স্থূলকায়(স্কঞ্জজ. ৩০ এর বেশি) থেকে চরম স্থূলত্বে (স্কঞ্জজ.. ৪০ এর বেশী) পৌঁছে যাবেন।

স্থূলতা জনিত কারনে আপনার হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা যায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কোলেস্টেরলের পরিমান বৃদ্ধি পায়, দেহ ভঙ্গিমার বিকৃতি ঘটে, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ, চামড়ায় কলো কালো ছোপ পড়তে থাকে, শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পায়,মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভধারনের জটিলতার সৃষ্টি হয় ইত্যাদি।

তাই ঘরে বসে যোগ ব্যায়াম করুন আর নিজেকে সুস্থ রাখুন। তবে অনেকের মনেই একটি প্রশ্ন জাগে, যেকোনো যোগ ব্যায়ামের বইতে অনেক যোগ ব্যয়াম দেওয়া থাকে।সেই তালিকা দেখে অনেকেই পিছিয়ে আসেন।

তাই এখানে কয়েকটি সহজ যোগ ব্যায়াম উল্লেখ করা হলে যাতে সহজে আপনার শরীরের ফ্যাট বার্ন হয়ে স্বাভাবিক স্কঞ্জজ. এ ফিরে আসতে পারেন।

যেকোনো খেলাধূলার আগে যেমন ওয়ার্মআপ করতে হয়, তেমনি যোগ ব্যায়ামের আগেও কয়েকটি সহজ অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে শরীরকে তৈরী করে যোগ ব্যায়াম শুরু করা উচিত।

আপনি শুরু করবেন সূর্য নমস্কার দিয়ে। প্রতিদিন ৫ থেকে ১০ সেট সূর্য নমস্কার করুন।ধীরে ধীরে তা বাড়াতে হবে। সূর্য নমস্কার ধীর লয়ে বা দ্রুত লয়ে করা যেতে পারে। শুরুতে ধীর লয়ে করে নিজেকে রপ্ত করে নেবেন। তারপর অভ্যস্ত হলে দ্রুত লয়ে করুন। নিয়মিত সূর্য নমস্কার করলে আপনার শরীরের ফ্যাট সহজেই বার্ণ হয়ে আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করবে।এই সূর্য নমস্কার নিয়মিত অভ্যাসে ওজন কমবেই। এছাড়াও আরো অনেক যোগ ব্যায়াম আছে, যা আপনার ফ্যাট ঝড়াতে সাহাজ্য করবে। যেমন হলাসন (১ মিনিট) , ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, উথ্থান পদাসন, পশ্চিমোত্তাসন। আরো অনেক আসন আছে, যা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এই কয়টি আসন দিয়ে শুরু করুন। মনে রাখবেন, জোড় করে কোনো আসনের ভঙ্গিমায় আসার চেষ্টা করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। এর সাথে খাদ্যাভাসের পরিবর্তন জরুরি। ওজন বৃদ্ধির সাথে খাদ্য ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। নিজেকে দীর্ঘদিন সুস্থ্য রাখতে আপনার জিবে লাগাম টানতে হবে। তাহলেই আপনি আপনার স্বাভাবিক স্কঞ্জজ.এ চলে আসবেন।

স্মৃতিশক্তির সংরক্ষণ এবং সঠিক প্রয়োগ বিধি

ডাঃ শামসুল হক

একজন অভিভাবক তাঁর নিজের সন্তানকে মনের ই মতো মানুষ করে তোলার জন্য যদি সঠিক সময়ে সুস্পষ্ট মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তার নিজস্ব জীবনের ভীতটাকে মজবুত করে তুলতে পারেন , তাহলে নিশ্চিতভাবেই সেটা হবে তাঁর বড় একটা সিদ্ধান্তও । আর সেটা যদি সত্যি সত্যিই সম্ভব হয় তাহলে সেটা চিহ্নিত হয়ে থাকবে তার বাস্তব জীবনের উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত ও হিসেবেও ।

বিশেষজ্ঞরাও এই বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং তাঁরা জানিয়েছেন, তাতে সেই শিশু তার নিজস্ব স্মৃতির দৌড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করল বোঝা যাবে সেটাও । বলাই বাহুল্য , সেটাই হবে তার জীবনের চলার পথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অবলম্বন ও।

আমরা বুঝি সবকিছুই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল এটাই যে, আমরা জেনে বুঝেও তার গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করিনা। সেই শক্তির উপর ভর করে যেকোন বয়সের একজন পড়ুয়া তার বিদ্যা চর্চার গতিকে অতি নিশ্চিতেই যে চালিত করতে পারে এবং পরীক্ষায় অর্জন করতে পারে ঈপ্সিত ফলাফল, মনে রাখতে হবে সেটাও। আর সেজন্য প্রয়োজন প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অধ্যবসায়ের , বোঝা দরকার সেটাও। কারণ দুর্বল স্মৃতিশক্তি নিয়ে যেকোন পরীক্ষায় যে আশাতীত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয় সেটাও প্রমাণিত হয় তার বাস্তব ফলাফলেই । উদাহরণ স্বরূপ একজন ছাত্র অথবা ছাত্রী দিন ও রাত্রি এক করে কঠোর পরিশ্রম করে যতোই পড়াশোনা করুক না কেন , ফ লাফল হিসেবে মনের মণিকোঠায় সেইসব শ্রমের সঞ্চয় তেমন আশানুরূপ প্রতিফলন দেখা যায় না কেবলমাত্র তার দুর্বল স্মৃতিশক্তিরই কারণে। আর সেইভাবে চলতে চলতেই একটা সময় হতাশা তাকে এমন ই গ্ াস করে যে, তখন পড়াশুনার প্রতি হারিয়ে যায় তার আগ্ হটাও।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অতি অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে , এই মেধাশক্তি নামক ঈশ্বর প্রদত্ত অনুভূতিটা সকলের মস্তিষ্কের মধ্যেই সমানভাবে যে অবস্থান করবে তেমনটা নাও হতে পারে । কিন্তু তাই বলে কেউ কখনও সেই শক্তি থেকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত ও হয় না। তাই যার মধ্যে যতটুকুই থাকুক না কেন, সেটাকেই সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করার জন্য বিশেষ ভূমিকা থাকতে হবে তার বাবা মায়ের ও । কারণ দৈনন্দিন পড়াশোনার বিষয়ের উপর যদি কারও মন এবং মানসিকতার বিশেষ ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে তার জন্য কিছুটা হলেও দায়ী করা যাবে তার কাছের মানুষদের ও।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় ও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে , আপনার সন্তানের জন্য অতি অবশ্যই নির্বাচিত করতে হবে তার পাঠ্যের নির্দিষ্ট একটা বিষয়ও । এবং যতটা সম্ভব আগে থেকেই সেটা ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, নির্দিষ্ট সেই বিষয়ের উপর তার থাকবে অগাধ বিশ্বাস এবং মনযোগও। আর সেখানেও থাকবে আপনার বিশেষ ভূমিকা । কারণ বিষয় নির্বাচন করতে হবে আপনাকেই। এই ব্যাপারে আপনার তীক্ষ্ম নজরদারিই তখন হয়ে উঠবে তার বিষয় নির্বাচনের একমাত্র অবলম্বনও।

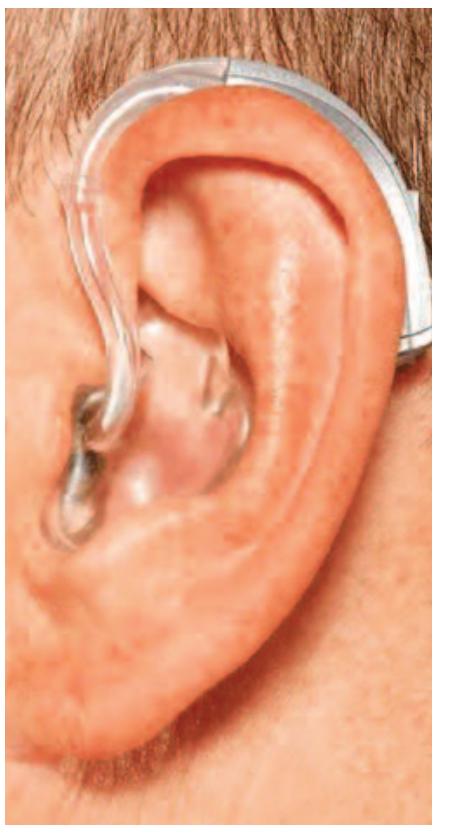

এই যে এত আলোচনা , তার মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সেই লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহকেই বোঝায়। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে যদি সেই বোধটুকুই না থাকে তাহলে সব চেষ্টাই কিন্তু বৃথা। তাই একজন অভিভাবক হিসেবে আপনার কর্তব্য তাদের দিকে বিশেষ নজর রাখা এবং তাদের নিজস্ব ঝোঁকটা প্রবাহমান ঠিক কোন দিকে সেই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াও । আর সেখানে থাকবে না তিরস্কার অথবা অবহেলা করার কোন চিন্তাভাবনাও।

আপনার সন্তান সন্ততিরা যখন ব্যস্ত থাকবে তাদের নিজস্ব অধ্যয়নের কাজে তখন আপনার নজর অতি অবশ্যই নিরীক্ষণ করবে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ও । সমস্ত রকম হৈ হট্টগোল সহ অন্যান্য গোলমেলে পরিবেশের মধ্যে যাতে তাদের পড়াশোনার কাজ চালাতে না হয় খেয়াল রাখতে হবে সেদিকেও। সেই ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়াশোনার প্রতি তার নিবিড় আগ্রহ এবং মনোনিবেশের ই তাগিদে । আর সেটা যদি সত্যি সত্যিই সম্ভব হয় তাহলে সবকিছু স্মরণেও থাকবে তার । সেইসঙ্গে নিশ্চিতভাবেই ভরপুর হয়ে উঠবে আপনার মনটাও। কারণ আপনার সন্তান তখন নিশ্চিতভাবেই আরোহণ করবে স্মৃতিশক্তির চূড়ান্ত সীমায় এবং বর্ধিত হবে তার মস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রীড়া ও।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আঙ্গিকে আলিপুরদুয়ারে এগিয়ে বিজেপি

শুভাশিস বিশ্বাস

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আঙ্গিকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে অ্যাডভ্যান্টেজে বিজেপি। এই লোকসভা গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে। আলিপুরদুয়ারকে কেন্দ্র করে, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে নিয়ে তৈরি হয় এই লোকসভা কেন্দ্র।আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন। এখানে তফসিলি উপজাতি ভোটারদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং রাজনৈতিকভাবে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র। তবে ২০২৪ সালে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা জয়ী হন, যা উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির শক্ত অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা শ্রেয়, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত বামপন্থী দল থেকে শুরু হয়েছিল। আলিপুরদুয়ার লোকসভার মধ্যে পড়ে ৭টি বিধানসভা। এই তালিকায় রয়েছে তুফানগঞ্জ, কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট, নাগরাকাটা। এই লোকসভা কেন্দ্রটি তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। ২০২৪-এ এই কেন্দ্রের মোট ভোটার প্রায় ১৭.৭৩ লক্ষ। এর মধ্যে তফসিলি জাতির ভোটার সংখ্যা প্রায় ৫.০৭ লক্ষ (৩০.৯ শতাংশ)। তফসিলি উপজাতির ভোটার প্রায় ৪.১৯ লক্ষ (২৫.৫ শতাংশ)। আর ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হন বিজেপির মনোজ টিগ্গা। তিনি পেয়েছিলেন ৬,৯৫,৩১৪ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ চিক বরাইক পান ৬,১৯,৮৬৭ ভোট। ব্যবধান ৭৫, ৪৪৭ ভোটের।

আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দেখতে গেলে আমাদের নজরে আসে ১৯৭৭, ২০০৯ পর্যন্ত বামফ্রন্টের আধিপত্য। এই সময়ে আসনটি মূলত আরএসপির দখলে ছিল। এই আসনে দীর্ঘ সময় ধরে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়ী হন, যা উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ ও শ্রমজীবী ভোটারদের মধ্যে বামপন্থী প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। এরপর ২০১৪-তে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দশরথ তিরকে জয়ী হন। এটি ছিল প্রথমবার যখন আসনটি বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে যায়। এরপর ২০১৯-এ আলিপুরদুয়ারের মাটি দখল করে বিজেপি। ২০১৯ সালে জন বার্লা বিপুল ভোটে জয়ী হন। আর এই জয়ের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির প্রবেশ। এরপর ২০২৪-এ বিজেপি তার জয়ের ট্রেন্ড বজায় রাখে। জয়ী হন বিজেপির মনোজ টিগ্গা। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতেই পারি, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাস দেখায় যে প্রথমে বামফ্রন্টের আধিপত্য, পরে তৃণমূলের উত্থান, আর বর্তমানে বিজেপির শক্তিশালী অবস্থান;এই তিনটি ধাপের মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার আসনটি এগিয়েছে।

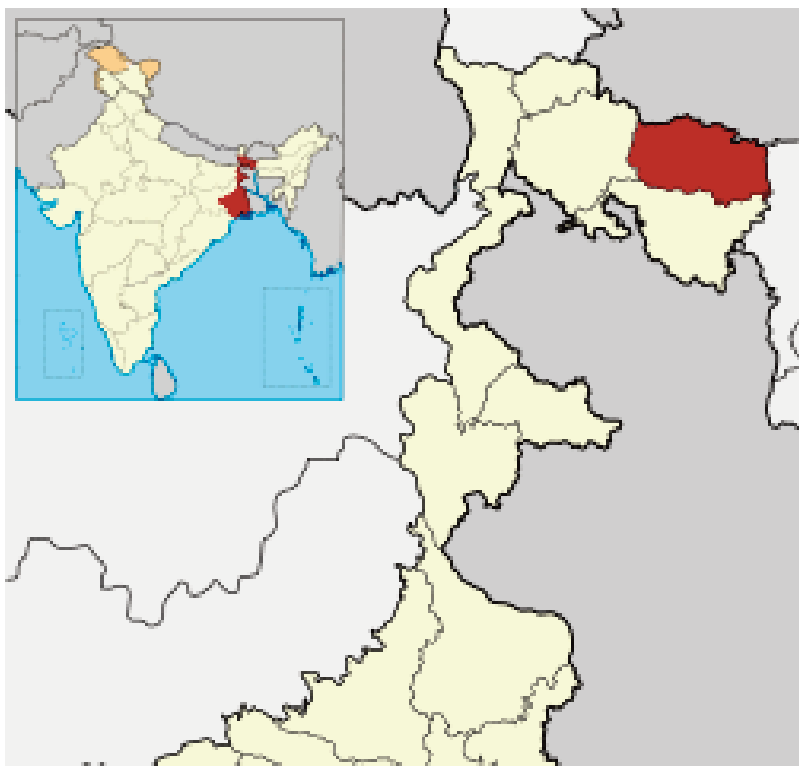

আর উত্তরবঙ্গের এই আসনে বিজেপির প্রভাব শক্তিশালী হওয়ার পিছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণও, এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এর পিছনে প্রধান কারণ হল, ২০১৯ সালে জন বার্লার রেকর্ড ভোটে জয়।প্রায় ২.৫ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন বার্লা। এটি ছিল উত্তরবঙ্গের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের সবকটিতেই বিজেপি জয়ী হয়। শুধু তাই নয়, পার্শ্ববর্তী জেলার দুটি আসনও যায়

বিজেপি দখলে। এরপর বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে সিএএ ও উপজাতি ভোটারদের সমর্থন। কারণ, বিজেপি এখানে সিএএ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি এবং আরএসএস-এর সংগঠনমূলক কাজের মাধ্যমে স্থানীয় উপজাতি ভোটারদের আস্থা বিপুল ভাবে অর্জন করে। এরপরই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মধ্যে কিছু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয় স্যাফ্রন ব্রিগেড। বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা প্রায় ৭৫,৪৪৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, আলিপুরদুয়ারে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধিতে আরএসএস-এর ভূমিকা ছিল সাংঘাতিক। কারণ, তাঁরাই এখানে সাংগঠনিক ও সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের জন্য কাজ করে বিজেপির জন্য একটি শক্তিশালী ভোটব্যাংক তৈরি করে।

এই প্রসঙ্গে আরএসএস-এর ভূমিকার কথা না বললেই নয়। আলিপুরদুয়ারে আরএসএস নিজেদেরকে রাজনৈতিক দল নয়, বরং একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে তুলে ধরে। মোহন ভাগবত স্পষ্ট বার্তা দেন, আর এসস নীতিকে সমর্থন করে, দলকে নয়। এদিকে আলিপুরদুয়ারে প্রচুর তফশিলি উপজাতি ভোটার রয়েছে। আরএসএস দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপজাতি সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, আরএসএস-এর হাজার হাজার স্থানীয় শাখা ইউনিট রয়েছে, যেখানে নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক সেবা হয়। এগুলো বিজেপির জন্য একটি প্রস্তুত কর্মীভিত্তি তৈরি করে। এরই সঙ্গে আরএসএস-এর মূল আদর্শ হিন্দুত্ব, যা স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে জোরদার করে। এই আদর্শ বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারে শক্তি যোগায়। আর আরএসএস সরাসরি প্রার্থীকে সমর্থন না করলেও, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ এর মতো নীতিকে সমর্থন করে। এর ফলে উপজাতি ও সীমান্তবর্তী এলাকার ভোটারদের মধ্যে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী সরবরাহের ঘটনা। খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে আলিপুরদুয়ারে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মূলত সামাজিক সেবা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। তারা সরাসরি সরকারি প্রকল্প চালায় না, তবে স্থানীয় স্তরে স্কুল, স্বাস্থ্য শিবির ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বহু সামাজিক কাজ তাঁরা করে চলেছে।।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও কয়েকটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। যেমন, তুফানগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী অনেকটাই এগিয়ে। কুমারগ্রামেও যথেষ্ট শক্তিশালী এই বিজেপি। কালচিনিতে অবশ্য তৃণমূল বিজেপির তুলনায় ভাল ফল করেছে। আলিপুরদুয়ারেও অনেকটাই এগিয়ে বিজেপি। ফালাকাটা আর মাদারিহাটেও একই ছবি। তৃণমূলকে পিছনে ফেলেছে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড। তবে নাগরাকাটায় লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য না দিলেই নয়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী হলেও গ্রামীণ ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। শহরাঞ্চলে ভোটের ব্যবধান বেশি হলেও গ্রামীণ ভোটারদের সমর্থন ছাড়া বিজেপি এই আসনটি ধরে রাখতে পারত না। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন হওয়ায় উপজাতি ভোটাররা মূল নির্ধারক। এখানেই প্রধান ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে আরএসএস-এর ভূমিকা। তাদের দীর্ঘদিনের সামাজিক কাজকর্ম উপজাতি সমাজে বিজেপির ভিত্তি মজবুত করেছে। তবে গ্রামীণ এলাকায় বিজেপির ভোট শেয়ার কিছুটা কমলেও আলিপুরদুয়ারে তারা গ্রামীণ ভোটারদের মধ্যে তৃণমূলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও এগিয়ে থাকতে পেরেছে। ফলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে যদি নির্বাচনী মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয় তাহলে আলিপুরদুয়ারের সাতটি বিধানসভার প্রায় সবক'টিতেই এগিয়ে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড।